493/B/3G.T.Road, South Howrah, (033)2641 4514,9830086733/9433387953

www.facebook.com/alipur.barta.5

সাপ্তাহিক

আলিপুর বার্তা

ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.alipurbarta.org

গিরীশ ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস ৪৯৩/ বি /৩, জিটি রোড, দক্ষিণ হাওড়া
ফোন (০৩৩) ২৬৪১-৪৫১৪, ৯৮৩০০৮৬৭৩৩/ ৯৪৩৩৩৮৭৯৫৩

কলকাতা ঃ ৪৮ বর্ষ ঃ ২১ সংখ্যা ঃ ৩০ ফাল্গুন-৬ চৈত্র, ১৪২০ঃ ১৫ মার্চ-২১ মার্চ, ২০১৪,Kolkata : 48 year : Vol No.: 21, March 15- 21 March, 2014 ১৬ পাতা মূল্য ৩টাকা

গান্ধী, নেহরু, প্রকাশ'দের পর এবার অন্না

ইতিহাস না পড়েই কাদায় ঝাঁপ মমতার

ওঙ্কার মিত্র

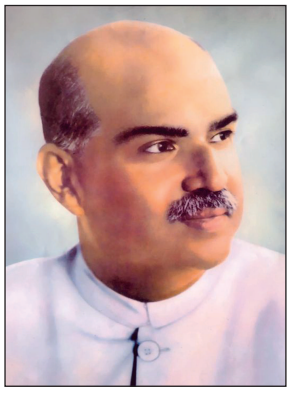
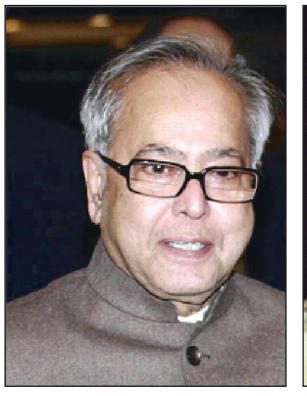
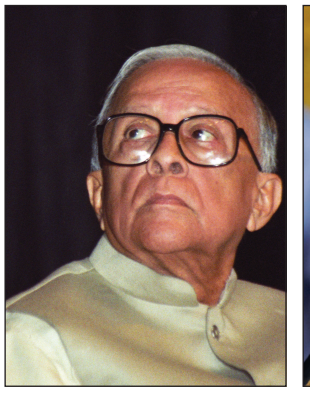

সালটা ১৯৩৯। ১২ আগস্ট। স্থান ওয়ার্ধা। সুভাষচন্দ্র বসুকে তিন বছরের জন্য সাসপেন্ড করে দিল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি। লক্ষ্য এক ইংরেজ তাড়িয়ে স্বাধীন হওয়া। শুধু সংগ্রামের নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিলেন নেতাজী। অথচ কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। সেদিন কিন্তু সততা, অহিংসার প্রতীক গান্ধীজী নেতাজীর পক্ষে দাঁড়াননি। বরং কংগ্রেসের জিঘাংসাকেই প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। বাঙালি জননায়ককে সরিয়ে সেদিন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল কংগ্রেস নেতারা। পরে ফিরে আসার সম্ভাবনাকে নির্মূল করতে নেতাজীকে যুদ্ধাপরাধী বলে ঘোষণা করতেও বাধেনি নেহরুদের। পথের কাঁটা সরিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন নেহরু এবং তাঁর দলবল।

এরপর আবার একটা খতম অভিযান। সাল ১৯৫৩। ১১ মে। স্থান ভূস্বর্গ। জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হল আর এক বাঙালি জননায়ক শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে। এর আগে অবশ্য হিন্দু ভারতবাসীর স্বার্থ দেখতে গিয়ে ১৯৫০ সালের ৬ এপ্রিল নেহরু মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন তিনি। এবার এল আর এক বাঙালি কাঁটাকে সরিয়ে দেওয়ার মাহেন্দ্রক্ষণ। ১৯৫৩ সালের ২৩ জুন যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে স্যার আশুতোষের পুত্র শ্যামাপ্রসাদ কারান্ধকারে মৃত্যুবরণ করলেন। শোনা যায় পেনিসিলিনে অ্যালার্জি থাকা সত্ত্বেও তাঁকে সেই ইনজেকশনই দেওয়া হয়েছিল। এই জেল হেফাজতে মৃত্যুর পরও পুত্রহারা মা যোগমায়া দেবীর তদন্তের আবেদনও গ্রাহ্য করেনি নেহরু সরকার। তদন্ত দূরস্থান আর এক বাঙালি নিধন তখন পৌরুষত্ব যোগাচ্ছে কংগ্রেস নেতাদের।

এবার আর এক অভূতপূর্ব মুহূর্ত। ১৯৮৪ সাল। ইন্দিরার মৃত্যুর পর প্রধানমন্ত্রীত্বের দৌড়ে একাই এক বঙ্গ সন্তান প্রণব মুখোপাধ্যায়। কংগ্রেসে গেল গেল রব। আবার এক বাঙালি !সরাসরি সাইড লাইনে ছিটকে দেওয়া হল প্রণবকে। বাঙালি প্রধানমন্ত্রীত্বের আশার আগুনে জল ঢালতে আনা হল রাজনীতিতে একেবারেই অভিজ্ঞতাহীন ইন্দিরাপুত্র রাজীবকে। প্রণবকে সরিয়ে রাজীবকে নিয়ে কংগ্রেসীদের তখন আকাশচুম্বী উচ্ছ্বাস। রাগে, দুঃখে প্রণব সেদিন বেরিয়ে এসে গঠন করেছিলেন রাষ্ট্রীয় সমাজবাদী কংগ্রেস। পরে অবশ্য ১৯৮৯ সালে কংগ্রেসের সঙ্গে মিশে যায় প্রণবের দল। ততদিনে অবশ্য বাঙালি প্রধানমন্ত্রীর আশা অলীক স্বপ্নে পরিণত হয়েছে।

রাজনৈতিক টানাপোড়েনে ফের আর এক বাঙালির পৌঁছে যাওয়া দিল্লির মসনদের কাছাকাছি। সাল ১৯৯৬। দিল্লির মসনদে প্রধানমন্ত্রীত্বের হাতছানি পোড়খাওয়া রাজনীতিক জ্যোতি বসুর দিকে। জ্যোতিবাবু প্রধানমন্ত্রী হলে কংগ্রেসও সমর্থনে রাজী। ফের বাঙালির চোখে মুখে সোনালী রেখা। এবার যদি শিকে ছেঁড়ে। কিন্তু এবার বাঙালি নিধন সম্পন্ন হল সিপিএমের পবিত্র স্থান পলিটব্যুরোর হল ঘরে। সরকারে যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফের বাঙালিকে ফিরিয়ে দেওয়া হল শূন্য হাতে। জ্যোতিবাবু একে 'ঐতিহাসিক ভুল' আখ্যা দিয়ে বিতর্ক তুলেছিলেন বটে, কিন্তু লাভ কি? যা হবার তা তো হয়েই গিয়েছে। যে জাতি নোবেল দিয়েছে, জাতীয় সংগীত, জাতীয় মন্ত্র দিয়েছে, বন্দেমাতরম বলতে শিখিয়েছে, ছেলে-বুড়ো-মা-বোনেদের স্বাধীনতা সংগ্রামে মরতে এগিয়ে দিয়েছে তারা ৬৭ বছরে একটিও প্রধানমন্ত্রী পেল না।

এই নিধন ধারাবাহিকের শেষ এপিসোড হয়ে গেল ২০১৪ সালের ১২ মার্চ দিল্লির রামলীলা ময়দানে। বাঙালির উচ্চাকাঙ্খাকে সমূলে নিধন করতে এবার প্রতারণায় সামিল

এরপর পাঁচের পাতায়

সরকারে এলে তদন্ত হবে সিপিআই(এম)-এর বিরুদ্ধে

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

১২ মার্চ বিজেপি'র কিচেন ক্যাবিনেটের প্রথম বৈঠকে বাদ পড়েছেন সুষমা স্বরাজ

দিন যত এগোচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ততই সরকার গড়ার চিন্তায় মশগুল হয়ে উঠছেন। ইতিমধ্যেই ১২ মার্চ, ২০১৪ অত্যন্ত গোপনে দিল্লির এক বৈঠকে তৈরি হয়েছে বিজেপি'র 'কিচেন ক্যাবিনেট'। অর্থাৎ এই ক্যাবিনেটের সদস্যরা সরকার গড়ার ডাক পেলেই বিভিন্ন মন্ত্রকের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে পারেন। জানা গিয়েছে, এই প্রস্তাবিত কিচেন ক্যাবিনেটে বিজেপি'র কয়েকজন প্রথম সারির নেতার নাম নেই, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সুষমা স্বরাজ। শ্রীমতী স্বরাজ গত পাঁচ বছর অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে বিরোধী নেত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। তবে তাঁকে দেওয়া হতে পারে বিশেষ কোনও কমিটির দায়িত্ব। ঘটনাচক্রে, কিছুদিন আগেও আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি'র পক্ষে কে নেতৃত্ব দেবেন তা ঠিক ছিল না। রাজ্যে রাজ্যে বিজেপি'র মধ্যে প্রবল ভাঙন লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। এমনকী রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্রিশগড়ে বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলের কি হাল হবে - তা নিয়েও অনেক জল্পনা, কল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। একসময় বিজেপি'র কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মনে হয়েছিল, ছত্রিশগড়ে

এরপর পাঁচের পাতায়

শ্রীচৈতন্যদেবের সমাধি বাংলার মাটিতেই

আজাদ বাউল

মহাপ্রভুর তিরোধান নিয়ে নতুন তথ্য

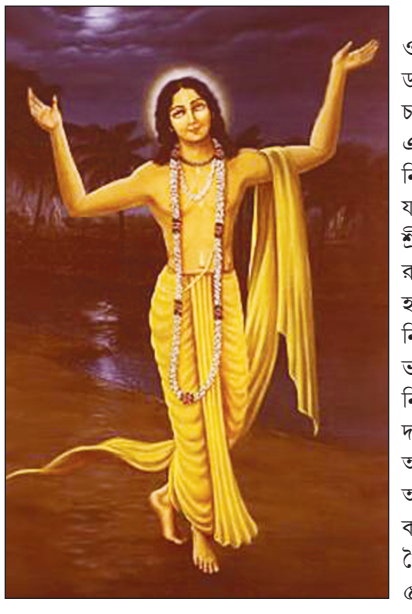

পুরী মন্দিরের অভ্যান্তরে তৎকালীন রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে শ্রীচৈতন্যদেব প্রাণ হারিয়েছিলেন কিংবা জগন্নাথ দেবের শরীরে মিশে গিয়েছিলেন অথবা সাগরে ঝাঁপ দিয়ে ছিলেন এমন প্রচলিত তথ্যকে নস্যাৎ করলেন গবেষক ড. জয়ন্ত চৌধুরী। নতুন গবেষণায় জানা গিয়েছে রাজবিদ্রোহী মন্ত্রী গোবিন্দ বিদ্যাধরদের গভীর গোপন ষড়যন্ত্র এড়িয়ে পুরীর মন্দির নিকটবর্তী টোটা গোপীনাথ মন্দির থেকে অন্তর্হিত হন। ছদ্মবেশে ছদ্মনামে দীর্ঘ জীবনের অধিকারী মহাপ্রভু সর্বধর্ম সমন্বয়ের কর্তাভজা সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। চমকপ্রদ নতুন তথ্যটি হল নবদ্বীপের একদা গোরাচাঁদ পরবর্তী জীবনে আউল চাঁদ ঠাকুর নামে পরিচিত হন এবং তাঁর সমাধি আজও নদীয়ার এক অখ্যাত গ্রাম পরারীতে রয়েছে। কলকাতার উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির থেকে শ্রীচৈতন্যদেবের অজ্ঞাত অপ্রকট লীলা নিয়ে ড. জয়ন্ত চৌধুরীর 'ক্ষমা করো মহাপ্রভু' বইটি প্রকাশিত হতে চলেছে বলে জানা গিয়েছে।

বিশ্বব্যাপী মহাপ্রভুর ভক্ত কম নয়। ইসকনসহ নানা গৌড়ীয় মঠ ও মিশন শ্রী চৈতন্যদেবের অন্ত্যলীলা নিয়ে উদাসীন। এমনকী এ প্রসঙ্গে তাঁরা আলোচনা করতে চান না। সাধারণত তাঁরা জগন্নাথ দেবের দারু বিগ্রহে লীন হয়ে যাবার তত্ত্ব পরিবেশন করেন।

পরিবেশিত নানা তথ্য ঘেঁটে ও ক্ষেত্র সমীক্ষা চালিয়ে গবেষক ড. চৌধুরী প্রচলিত নানা তত্ত্বকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে পুরী মন্দিরে তিনি নিহত হননি। পুরী মন্দিরে চন্দন যাত্রার প্রাককালে সপার্ষদ শ্রীচৈতন্যদেবের ওপর তৎকালীন রাজমন্ত্রী অনুগত পাণ্ডারা নৃশংস হামলা চালায়। চৈতন্য সদৃশপার্ষদ নিহত হলেও দুই চৈতন্য অনুগত ভক্ত পাণ্ডার সাহায্যে তিনি নিকটবর্তী টোটা গোপীনাথ মন্দিরে পৌঁছে যান। রাতের অন্ধকারে জটাজূট সন্ন্যাসী আউলের বেশে নীলাচল ত্যাগ করেন মহাপ্রভু। রেখে যান তাঁর গৈরিক উত্তীয়। নীলাচলে প্রায় ৫০ বছর মহাপ্রভুর নাম সংকীর্তন বন্ধ ছিল এবং একে একে বহু গৌরাঙ্গ ভক্তের খোঁজ পাওয়া যায়নি।

এরপর তেরোর পাতায়

কাজের খবর

ইন্দো-তিব্বত পুলিশে স্টেনো ও টেকনিক্যাল কনস্টেবল

স্টেনো বিভাগে অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর, হেড কনস্টেবল প্রভৃতি পদে ২৬০ জন নিয়োগ করা হবে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর পদে উচ্চমাধ্যমিক পাশেরা মিনিটে ৮০ শব্দের গতিতে ১০ মিনিটে ডিক্টেশন নেওয়ার পর সেটি ইংরাজিতে ৫০ মিনিটে অথবা হিন্দিতে ৬৫ মিনিটে কম্পিউটারে ট্রান্সস্ক্রাইব করার যোগ্যতা এবং বয়স ১ জানুয়ারি ২০১৪তে ১৮-২৫এর মধ্যে হতে হবে। পুরুষ প্রার্থীদের উচ্চতা ১৬৫ সেমি. ও বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ৭৭ সেমি. ও ফুলিয়ে ৮২ সেমি.। মহিলাদের উচ্চতা ১৫৫ সেমি. হওয়া চাই।

অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর (স্টেনো, এলডিসিই): উচ্চমাধ্যমিক পাশ সঙ্গে ইন্সপেক্টর পদে একই স্টেনো টাইপিং যোগ্যতা, বয়স ও উচ্চতা প্রয়োজন।

হেড কনস্টেবল (এডুকেশন অ্যান্ট স্ট্রেস কাউন্সিলর): সাইকোলজিতে ডিগ্রি অথবা বি.এড. ডিগ্রি পাশেরা আবেদন করতে পারেন। বয়স ৩১ মার্চ ২০১৪তে ২০-২৫এর মধ্যে হতে হবে। মাইনে পে ব্যান্ড ওয়ান অনুযায়ী ৫২০০-২০২০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ২৪০০ টাকা। পুরুষদের উচ্চতা ১৭০ সেমি. তপশিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ১০৫ সেমি. এবং বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ৮০ সেমি. ও ফুলিয়ে ৮৫ সেমি.। মহিলাদের উচ্চতা ১৫৫ সেমি. হওয়া চাই।

হেড কনস্টেবল (মিনিস্টেরিয়াল, ডিআর): উচ্চমাধ্যমিক পাশ প্রার্থীরা ইংরেজিতে ৩৫টি ও হিন্দিতে ৩০টি শব্দের গতিতে কম্পিউটার টাইপ করতে পারা চাই। বয়স হতে হবে ১ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে ১৮-২৫এর মধ্যে। পুরুষদের উচ্চতা ১৭০ সেমি. তপশিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ১০৫ সেমি. এবং বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ৮০ সেমি. ও ফুলিয়ে ৮৫ সেমি.। মহিলাদের উচ্চতা ১৫৫ সেমি. হওয়া চাই।

হেড কনস্টেবল (মিনিস্টেরিয়াল, এলডিসিই): এক্ষেত্রে হেড কনস্টেবল ডিআর'র একই যোগ্যতা থাকতে হবে।

সরকারি নিয়ম অনুযায়ী সংরক্ষিত প্রার্থীরা বয়সের

ছাড় পাবেন এবং প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই দৃষ্টিশক্তি ভাল চোখে ৬/৬ ও খারাপ চোখে ৬/৯ হওয়া চাই। ভাঙা হাঁটু, চ্যাটাল পায়ের পাতা, শিরাস্ফীতি, ট্যারা চোখ হলে আবেদন করবেন না।

অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর পদের ক্ষেত্রে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় পুরুষদের ১০ মিনিটে ও মহিলাদের ১২ মিনিটে ১.৬ কিলোমিটার দৌড়তে হবে। লিখিত পরীক্ষায় অবজেক্টিভ টাইপের টেস্ট হবে ১০০ নম্বরের। তাতে থাকবে অংক, জিকে, ইংরেজি এবং কম্পিউটারের লিখিত জ্ঞান। সময় ৩ ঘণ্টা। লিখিত পরীক্ষায় ৩৫ শতাংশ এবং সংরক্ষিত প্রার্থীদের ৩৩ শতাংশ নম্বর পেতেই হবে। তার পরে হবে স্টেনো ও টাইপিংয়ের দক্ষতা পরীক্ষা।

হেড কনস্টেবল (ইএসসি) পদে শারীরিক সক্ষমতায় উপরোক্ত পদের একই পরীক্ষা নেওয়া হবে। লিখিত পরীক্ষায় অবজেক্টিভ ১০০ নম্বরের মধ্যে থাকবে ইংরেজি, হিন্দি, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, গাণিতিক দক্ষতা ও রিজিনিং টেস্ট। সময় ২ ঘণ্টা। উপরোক্ত পদের মতোই একই শতাংশ নম্বর পেতে হবে।

হেড কনস্টেবল (মিনিস্টেরিয়ল) পদের ক্ষেত্রেও শারীরিক সক্ষমতার পরে ১০০ নম্বরের ৩ ঘণ্টার অবজেক্টিভ পরীক্ষায় থাকবে পাটিগণিত, জেনারেল নলেজ, ইংরেজি এবং কম্পিউটারের লিখিত জ্ঞান। যোগ্যতা অর্জনের নম্বর শতাংশ উপরোক্ত দুই পদের মতোই। তবে এই পদের ক্ষেত্রে ৩৫টি শব্দের গতিতে ১০ মিনিটে ইংরেজি টাইপ করে ১০ মিনিটে ৩০টি শব্দের গতিতে কম্পিউটারে টাইপ করতে হবে।

আবেদন পদ্ধতি: www.itbpolice.nic.in অথবা http:/itbp.gov.in থেকে দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করুন। ইংরাজি বা হিন্দিতে তা পূরণ করে এক কপি পাসপোর্ট মাপের অ্যাটেস্টেড ছবি দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দেবেন। ফিজ বাবদ দেবেন ৫০ টাকার সেন্ট্রাল রিক্রুটমেন্ট ফিজ স্ট্যাম্প। সঙ্গে দেবেন যাবতীয় শংসাপত্রের ও পরিচিতির জেরক্স কপি।

অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর, স্টেনো পদের ক্ষেত্রে পাঠাবেন এই ঠিকানায় - The Inspector Jeneral, Northern Frontier Hqr ITBP, Post-Seemadwar, Dist.-Dehradun, Pin-248001

হেড কনস্টেবল (ইএসসি) পদের ক্ষেত্রে পাঠাবেন এই ঠিকানায় - The Inspector Jeneral, Central Frontier Hqr ITBP, Trilochan nagar, Post-Trilanga, near Shapura, Bhopal, Pin-462039

হেড কনস্টেবল (মিনিস্ট্রিরিয়াল) পদের ক্ষেত্রে পাঠাবেন এই ঠিকানায় - The Inspector Jeneral, North western Frontier Hqr ITBP, Seema nagar, Post-Arnort, Chandigarh, Pin-160003

পৌঁছানোর শেষ তারিখ ৩১ মার্চ।

জোট ভাঙার পর জয়নগরে লড়াই এবার তুঙ্গে

বিশ্বজিৎ পাল

ক্যানিং: জয়নগর (তপশিলি) লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে রয়েছে গোসাবা (তপঃ), বাসন্তী (তপঃ), ক্যানিং পশ্চিম (তপঃ), ক্যানিং পূর্ব, কুলতলি (তপঃ), জয়নগর (তপঃ), মগরাহাট পূর্ব (তপঃ) বিধানসভা কেন্দ্রগুলি। বুথ সংখ্যা ১৭৫১টি। ১৪,৫৩,৬৫২ জন ভোটারের মধ্যে মহিলার সংখ্যা ৬,৯৭,১৪২ জন। গত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে এসইউসিআই প্রার্থী ডাক্তার তরুণ মন্ডল ৫৩,৬৬৫ ভোটে পরাজিত করেন আরএসপি'র নিমাই বর্মনকে। বিজেপি প্রার্থী পেয়েছিলেন ২৪,৬০৮ ভোট। এবার এই আসনে পঞ্চমুখী লড়াই। এবার জোট ভেঙে তৃণমূল প্রার্থী প্রতিমা মণ্ডল (নস্কর), কংগ্রেসের অর্ণব রায়, বামফন্টের পক্ষে আরএসপি সুভাষ নস্কর এবং এসইউসি'র পক্ষে বিদায়ি সাংসদ তরুণ মণ্ডল। তৃণমূল প্রার্থী উন্নয়নের দাবি তুলে ইতিমধ্যেই ক্যানিং পশ্চিম ও পূর্ব এবং মগরহাট পূর্ব কেন্দ্রে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার শুরু করেছেন। প্রতিমা হলেন একদা রাজ্যের স্বাস্থ্য

অর্ণব রায়

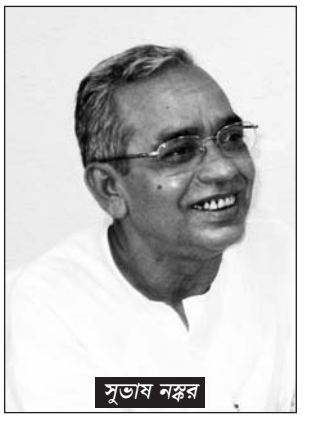

সুভাষ নস্কর

তরুণ মণ্ডল

ও সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী ও প্রখ্যাত নেতা গোবিন্দচন্দ্র নস্করের কন্যা। তিনি একসময় ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন এবং গত লোকসভা নির্বাচনে উত্তর চব্বিশ

প্রতিমা মণ্ডল (নস্কর)

পরগনার বনগাঁ কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের প্রতীকে জয়ী হয়েছিলেন। শ্রীমতী মণ্ডল (নস্কর) সুন্দরবনের উন্নয়নে বাম সরকারের ব্যর্থতার কথা তুলে ধরে আগামী দিনে এই অঞ্চলের মানুষের দাবিদাওয়াকে দেশবাসীর কাছে তুলে ধরার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। আরএসপি প্রার্থী সুভাষ নস্কর প্রচারে বলছেন, নিরপেক্ষভাবে ভোট হলে তিনি জয়ী হবেনই। এবার কেন্দ্রে বিকল্প সরকার হবে। বিদায়ী ইউপি'র সরকারের দুর্নীতি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, এরাজ্যে সারদা কাণ্ড, টেট কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য উচ্চকিত। অপরদিকে এসইউসি প্রার্থী ডাঃ তরুণ মণ্ডল বাড়ি বাড়ি গিয়ে চিকিৎসার মাধ্যমে ভোট প্রচার শুরু করেছেন। পাশাপাশি গত ৫ বছরের উন্নয়নমূলক কাজের তালিকাও মানুষের কাছে তুলে ধরছেন।

ফিজিওথেরাপি/ যোগা

Dear Sir/Madam,

I am an experienced physiotherapist and Yoga trainer. I provide the following services

1) Post stroke and nerve injury rehabilitation.
2) Post joint replacement and post fracture surgery rehabilitation.
3) Post by-pass surgery rehabilitation.
4) Yoga and pranayam.
5) Therapeutic massage.

Please Contact: Bikash Shaw
9831480277/983153867

হাতে কলমে সাংবাদিকতা শিখতে চান

আলিপুর বার্তা'র উদ্যোগে

সাংবাদিকতার প্রশিক্ষণ কর্মশালা

শীঘ্রই চালু হতে চলেছে

সহযোগিতায়
গুরুসদয় সংগ্রহশালা

যোগাযোগ করুন-

ড. বিজন কুমার মণ্ডল -৯৪৩৩৩৯৫৭০৮
কুনাল মালিক (আলিপুর সদর)-৯৮৩০৮৫৪০৮৯
বিশ্বজিৎ পাল (ক্যানিং)-৯৮০০১৪৬৬১৭
অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার (সোনারপুর)-৯৭৪৮১২৫৭০০, মেহবুব গাজি (ডায়মণ্ডহারবার, কাকদ্বীপ)-৯৮০০৫৭১৯৬৯ সুমনা সাহা দাস (কলকাতা)-৯৮৩০৭১৭৫৬৩।

আসন সংখ্যা সীমিত।

সবনম মেডিকেল অ্যান্ড সাহিল এন্টারপ্রাইজ

গ্রাম: মামুদপুর, পোস্টঅফিস ও থানা: মগরাহাট
জেলা: দক্ষিণ ২৪ পরগণা

নতুন মুখের তাস ফেলে দুই পক্ষই বাজীমাৎ করতে চায় ডায়মণ্ড হারবারে

গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব না মিটলে নেত্রীর ভাইপোর অভিষেক মসৃণ নয়

মেহবুব গাজী

ডায়মন্ড হারবার: প্রার্থী তালিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে। ডায়মন্ড হারবার থেকে নতুন মুখ হিসেবে প্রার্থী হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেকের অন্যতম পরিচয় তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইপো। এতদিন মমতার পরিবারের কেউ সরাসরি রাজনীতিতে আসেননি। সেক্ষেত্রে অভিষেকের অভিষেক কতটা মধুর হবে তা এখন ভোটারদের মর্জির ওপর নির্ভর করছে। অভিষেক নিজে দাবি করেছেন, কলেজে পড়ার সময় থেকে ছাত্র পরিষদ করতেন। পরে পড়াশোনা শেষ করে পুরোপুরি রাজনীতি করার সিদ্ধান্ত নেন। দু'বছর আগে মমতা ইচ্ছেতে দলের যুব সংগঠনের পাশাপাশি যুবা নামে আলাদা একটি সংগঠন তৈরি করেন অভিষেক। যুবার জন্মলগ্ন থেকে একাধিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে তাঁকে ঘিরে। কিন্তু স্বয়ং মমতার আশীর্বাদের হাত অভিষেকের মাথায় থাকায় বিরোধীরা রণেভঙ্গ দিয়েছেন। এর মধ্যে অভিষেক এবার ভোটে টিকিট পাবেন বলে আগে থেকেই একপ্রকার ঠিক ছিল। দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্রিক কোন আসন থেকে তিনি লড়বেন বলে কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল।

ছবি: শামিম হোসেন

যাদবপুর ও ডায়মন্ড হারবার আসন নিয়ে টানাপোড়েনের মাঝে শেষ পর্যন্ত ডায়মন্ড হারবারে সিলমোহর দেন মমতা। এই আসনটা আবার ধরে রাখা মমতার কাছে বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। এই আসন থেকে গতবার জয়ী হয়েছিলেন সোমেন মিত্র। নদীর জল গড়িয়ে যাওয়ার মতো সোমেন এখন বিরোধী কংগ্রেস শিবিরে। বলা যায় নিজের ঘরে ফিরেছেন সোমেন। তবে সোমেন এবার ডায়মন্ড হারবারে না লড়ে কলকাতা উত্তর থেকে লড়বেন বলে স্থির হয়েছে। কিন্তু সোমেনের দলত্যাগকে মমতা রাজনৈতিকভাবে ভাল চোখে নেননি। নেওয়ার কথাও নয়। কারণ, প্রতিদিন যেখানে বাইপাসের তৃণমূলভবনে বিরোধী শিবিরের পঞ্চায়েত সদস্য থেকে বিধায়করা দলত্যাগ করে শাসক দলে নাম লেখাচ্ছেন সেখানে সোমেন স্রোতের বিরুদ্ধে হেঁটেছেন। তৃণমূলের এই সুদিনে সোমেন কিছু বেয়াড়া প্রশ্ন তুলেছেন। যা তৃণমূল ও মমতার কাছে অত্যন্ত অস্বস্তির। অন্যদিকে সাংসদ সোমেনের গত পাঁচ বছরের রেকর্ডও খুব ভাল নয়। পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামেরা কিছুটা জমি ফিরে পেয়েছে। গত বিধানসভা ভোটের নিরিখে ভোট কমেছে তৃণমূলের। ভোটের ময়দানে আনকোরা অভিষেককে নির্ভর করতে হবে এলাকার নেতাদের ওপরে। তিনি কর্মীসভার ওপর বেশি জোর দিয়েছেন। দলে একাধিক গোষ্ঠী থাকায় সবাইকে একমঞ্চে আনাই তাঁর বড় কাজ বলে মনে করেন রাজনৈতিক মহল। রবিবার সকাল থেকে মহেশতলা, সাতগাছিয়া, বজবজ, ফলতাতে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন কর্মীদের নিয়ে। এদিন সাতগাছিয়ায় কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, 'আগের সাংসদ বেইমানি করেছেন। তিনি দল ছেড়েছেন। কিন্তু এবার আর তা হবে না। কারণ, এবার লোকসভার সরকার গঠনের চাবিকাঠি থাকবে হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে। আমাদের স্লোগান উন্নয়নরাজ।' এই কেন্দ্রে এবার অন্যতম দাবিদার ছিলেন কলকাতার মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু অভিষেক প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করায় তিনি সরে যান। এই লোকসভা এলাকায় দলের মধ্যে একাধিক স্রোত আছে। বিষ্ণুপুর, সাতগাছিয়া, বজবজ, মহেশতলা ও ডায়মন্ড হারবারের একাধিক দলীয় নেতার মধ্যে আকচাআকচি এলাকার মানুষরাও জানেন। এই কেন্দ্রে সংখ্যালঘু ভোট আছে প্রায় ৩০ শতাংশের বেশি। সিপিএম প্রার্থী ডায়মন্ড হারবারের পরিচিত চিকিৎসক ডাঃ আবুল হাসনাত খান। বিজেপির প্রার্থী আমতলার যুবক অভিজিৎ দাস (ববি)। পঞ্চায়েত বিজেপি বেশ কিছু আসন পেয়েছে। এই কেন্দ্রে লড়াই মুলত চতুর্মুখী। তৃণমূলের অভিষেক বেশ কিছুটা চাপে।

সংখ্যালঘু ও ঘরের মানুষ হাসনাত ডাক্তার ভোটময়দানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার: ডায়মন্ড হারবারের উত্তর হাজিপুরের বাড়িতে ভোর থেকে রোগীরা অপেক্ষা করতে থাকেন। অন্তত একবার হাসনাত ডাক্তারকে দেখিয়ে বাড়ি ফিরতে চান প্রত্যেকেই। কিন্তু গত সপ্তাহখানেক ধরে অনেক রোগীকে ফিরে যেতে হচ্ছে। কারণ, ডাক্তারবাবু সকাল আটটার আগে বেরিয়ে পড়ছেন প্রচারে। তাই হা হুতাশ করে অন্য ডাক্তারের কাজে চলে যাচ্ছেন অনেকেই। তবে কয়েকজন মুমুর্ষ রোগীদের ফিরিয়ে না দিয়ে চিকিৎসা করেই প্রতিদিন বাড়ি থেকে প্রচারে বের হচ্ছেন ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী ডাঃ আবুল হাসনাত। আসলে প্রতিদিন শ'য়ে শ'য়ে রোগী তাঁর বাড়িতে চিকিৎসা করাতে আসেন। ডায়মন্ড হারবার ও কাকদ্বীপ মহকুমার অধিকাংশ গ্রামে রোগী ছড়িয়ে আছেন এই জনপ্রিয় শল্য চিকিৎসকের। একদা ডায়মন্ড হারবার মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসক ছিলেন ৬২ বছরের হাসনাত। আদতে বর্ধমানের রাজুড় গ্রামের বাসিন্দা হাসনাত এখন ডায়মন্ড হারবারের ভূমিপুত্র।

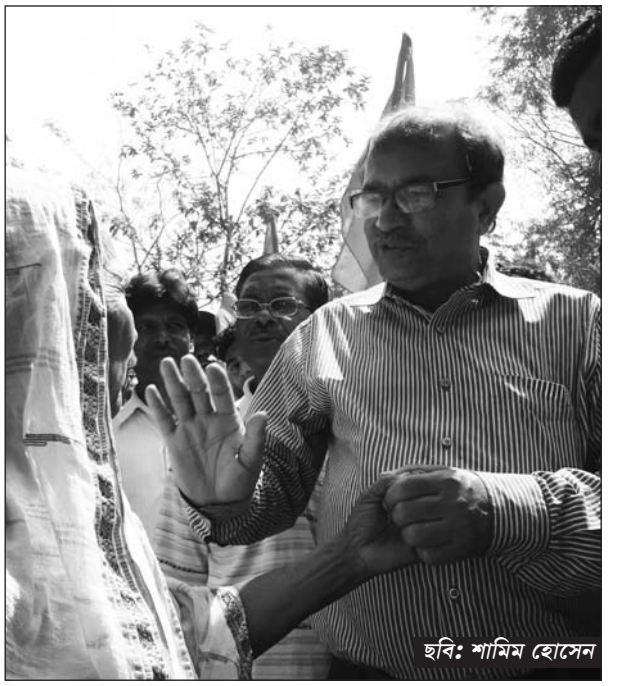
ছবি: শামিম হোসেন

ভোটের রাজনীতিতে তিনি আনকোরা নয়। ২০০৬ সালে স্বেচ্ছাবসর নিয়ে বিধানসভায় প্রার্থী হন। গতবার এই আসনে তৃণমূল প্রার্থী সোমেন মিত্রের কাছে পরাজিত হন সিপিএমের শমীক লাহিড়ী। সোমেন এখন নতুন দলে। বিধানসভা ভোটেও বামেদের ভরাডুবি হয় এই কেন্দ্রে। কিন্তু পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামেরা পায়ের তলায় কিছুটা জমি ফিরে পায়। শমীক এবারও প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে ছিলেন। কিন্তু ইদানীং রাজ্য কমিটির বৈঠক এড়িয়ে চলা শমীককে আর প্রার্থী করতে রাজি হননি আলিমুদ্দিনের একাংশ। এই কেন্দ্রে সংখ্যালঘু ভোটারের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ শতাংশ। সেই কথা মাথায় রেখে দল রাজনীতির বাইরে পরিচিত চিকিৎসক হাসনাতকে প্রার্থী করেছেন। নাম ঘোষণার পর থেকে ছোট ছোট কর্মীসভার ওপর জোর দিয়েছেন তিনি। এদিন ফলতার গোপালপুরের দেবীপুরে প্রচার সারেন তিনি। গ্রামের বধূ সুচিত্রা মণ্ডল ডাক্তারবাবুকে পেয়ে বললেন, 'ডাক্তারবাবু ভাল আছেন। আপনি যে আমার দুই মেয়ের অপারেশন করেছিলেন তারা ভাল আছে।' এভাবে পথচলতি প্রচুর মানুষ ডাক্তারবাবুকে দেখে এগিয়ে এসেছেন। পেশায় দর্জি বাহারুদ্দিন বলেন, 'আমার সব আত্মীয় কিছু হলে ছুটে যায় আপনার কাছে। আপনি প্রার্থী হয়েছেন, নিশ্চয় ভোট দেব।' মৃদুভাষী হাসনাত শুধু হেসেছেন। ভোটারদের শুধু নমস্কার জানিয়েছেন। চিকিৎসক হিসেবে কি কোনও বিশেষ সুবিধা পাবেন? এই প্রশ্নের উত্তরে হাসনাত বলেন, ' এই এলাকার প্রায় প্রত্যেক ঘরে আমার পরিচিত আছেন। কেউ রোগী, কেউ আবার রোগীর আত্মীয়। আশা করি তাঁরা আমার পক্ষে থাকবেন।' তাঁর বিরুদ্ধে তৃণমূল প্রার্থী খোদ মমতার পরিবারের সদস্য অভষেক। বিরোধী সম্পর্কে কিছু বলবেন? বিনয়ী হাসনাত বলেন, 'আমরা নীতির কথা বলে ভোট চাইছি। সেখানে বিরোধী প্রার্থী নয়, তাঁদের নীতির বিরোধিতা প্রচারে আনছি।'

নিঃসহায় বৃদ্ধকে সেবার ছলে বারো লক্ষ টাকা লুন্ঠন

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার

হাওড়া: এক ৮২ বছরের বৃদ্ধাকে দেখভাল করার সুযোগ নিয়ে তাঁর সেভিংস একাউন্ট থেকে ১২,৫০,০০০ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। স্টেট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর ১০৩৮১৯৫৪২৩২। ঘটনাটি ঘটে হাওনায় শিবপুর থানার অন্তর্গত ১১/ ৫৮, বলাই মিস্ত্রি লেন, ব্যাতাইতলায়। এই ঠিকানায় থাকতেন বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভট্টাচার্য। তাঁর স্ত্রী'র প্রয়াণের পর নিঃসন্তান বৃদ্ধ একাই থাকতেন। সোনারপুরে লাঙ্গলবেড়িয়ায় গোবিন্দপুরে বৃদ্ধের বোন করুনাময়ী ভট্টাচার্যের বাড়ি। বীরেন্দ্রবাবু শিবপুরের বাড়িটি একমাত্র প্রবাসী ভাগ্নে দেবনাথ ভট্টাচার্যের নামে লিখে দিয়েছেন। হাওড়ায় শিবপুরে বৃদ্ধের বাড়ির ঠিক উল্টো দিকে একটি পুরনো আমলের একতলা বাড়িতে থাকে সঞ্জয় চক্রবর্তী (২৫)। সুদর্শন, ব্যায়াম করা স্বাস্থ্য, কথাবার্তায় পটু। বাবার নাম স্বর্গীয় উত্তম চক্রবর্তী। বেশ কিছুদিন ধরে অযাচিতভাবে বীরেন্দ্রবাবুর দায়িত্ব নিয়ে হরলিক্স খাওয়ানো থেকে শুরু করে বীরেন্দ্রবাবুকে পেনশন তুলতে ব্যাঙ্কে নিয়ে যেত। কিছুদিন বাদে সঞ্জয় বলে দাদু তোমাকে কষ্ট করে ব্যাঙ্কে যেতে হবে না। পেনশনের টাকা আমি তুলে এনে দেব। সঞ্জয় পরের বারে পেনশনের টাকাটা তুলে যৎসামান্য বৃদ্ধকে দিয়ে বলে ব্যাঙ্কে পেনশনের সব টাকা আসেনি এই বলে বাকি টাকাটা নাকি নিজের পকেটস্থ করতে আরম্ভ করে। এরপর বৃদ্ধকে প্রাণ নাশের হুমকী দিয়ে তাঁকে ব্ল্যাঙ্ক চেকে সই করতে বাধ্য করে। একদিন শিবপুর স্টেট ব্যাঙ্কের ম্যানেজার সন্দেহ বশত বৃদ্ধের বাড়িতে স্বাক্ষর যাচাই করতে এলেও বৃদ্ধ ভয় পেয়ে বলেন, এসব তাঁরই সই। এরপর স্ট্যাম্প পেপারে পর্যন্ত বৃদ্ধকে ভয় দেখিয়ে নাকি সই করাতে বাধ্য করে। কিছুদিন পর বীরেন্দ্রবাবু তাঁর ভাগ্নেকে ফোনে সব জানান। তখন সেই ভাগ্নে বৃদ্ধকে নিয়ে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ব্যাঙ্কে গিয়ে দেখে অ্যাকাউন্টে ৩০,০০০ টাকা পড়ে আছে, বাকি ১২,৫০,০০০ টাকা নেই। এরপর ভাগ্নে দেবনাথ ভট্টাচার্য ৬ মার্চ মামা ও আরও সঙ্গীদের নিয়ে শিবপুর স্টেট ব্যাঙ্কে পেনশন তুলতে আসে ও ব্যাঙ্কের স্টেটমেন্ট নেয়। এরপর বৃদ্ধের ব্যাতাইতোলার বাড়িতে তারা ফিরে এলে অভিযুক্ত সঞ্জয় বাইকে করে ওই বাড়ির সামনে এসে উপস্থিত হয়। দেবনাথবাবুদের জিজ্ঞাসাবাদের সামনে সঞ্জয় রুক্ষভাবে বলে, আপনারা যা করার করুন, আমিও দেখছি কি করতে পারি। আমি বেঙ্গল পুলিশে চাকরি করি শিবপুর থানায় এই বলে এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে বাইকে চড়ে চম্পট দেয়। সেই সময় প্রতিবেশীরা জড়ো হয় এবং তাদের মধ্যে কয়েকজন জানায় এ একজন পরিচিত প্রতারক এবং এক বছর হল শিবপুর থানায় সিভিক পুলিশে যোগ দিয়েছে।

দেবনাথবাবুরা তখন শিবপুর থানায় গিয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক গৌতম চক্রবর্তীকে ঘটনা জানান। তখন অন্য পুলিশকর্মীরা বলেন ও একটা নতুন বাইক কিনেছে এবং কিছুদিন আগেই জাঁকজমক করে বিবাহবার্ষিকী করেছে। অথচ ওর দৈনিক আয় নাকি মাত্র ১৭০ টাকা। অভিযোগকারীরা তারপর ওইদিন ৬ মার্চ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। এই সংবাদ প্রেসে যাওয়া পর্যন্ত টাকার হদিশ মেলেনি। তদন্তকারী অফিসার অনিমেষ দাস জানিয়েছেন খোঁজ করা হচ্ছে, কিন্তু অভিযুক্ত সম্ভত এলাকার বাইরে পালিয়েছে। ভট্টাচার্য পরিবারের অভিযোগ অভিযুক্ত সঞ্জয় সম্ভবত প্রশাসনের কোনও শক্তিশালী মহলের সঙ্গে যোগসাজস করায় পুলিশ এখনও তাকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

উৎসবের রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর: গত ২ মার্চ বিষ্ণুপুর থানার রসপুঞ্জ এলাকার নওয়াবাদে মহিলা দ্বারা পরিচালিত উৎসব সংস্থা রক্তদান শিবিরে ৩৭ জন রক্তদান করেন। লাইফ কেয়ার সংস্থা রক্ত সংগ্রহ করে। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাঁতারু মাসদুর রহমান বৈদ্য এবং এভারেস্ট জয়ী গড়িয়াহাট থানার ওসি উজ্জ্বল রায় প্রমুখ।

পরিবেশ সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, জোকা: গত ৮ মার্চ জোকার আইআইএমসির সি ব্লকে সচেতনতা নিয়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হল। সেমিনারের আয়োজন করেছিল কমিউনিটি হিউম্যান ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন।

সেমিনারে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রখ্যাত জোতিষী তপন শাস্ত্রী, সুখেন্দু রায়, স্বামী সর্বানন্দ মহারাজ প্রমুখ। সকলেই বর্তমান পরিবেশ দূষণের ভয়াবহ দিক নিয়ে আলোচনা করেন। জল, বায়ু, মাটি দূষণ যাতে কম হয় তার জন্য সকলের সচেতন হওয়া দরকার বলে আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা জানান। সংস্থার সভাপতি শ্যামলেন্দু দাস সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অভিষেককে বেশি মার্জিনে জেতাতে বিধায়কদের প্রতিযোগিতা

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা: ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্র তৃণমূলপ্রার্থী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জোর কদমে তাঁর কেন্দ্রে সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র সাতগাছিয়া, বিষ্ণুপুর, ডায়মন্ড হারবার, ফলতা, বজবজ, মেটিয়াবুরুজ ও মহেশতলায় প্রচার শুরু করেছেন। প্রতিটি বিধানসভা এলাকায় স্থানীয় বিধায়কদের সঙ্গে নিয়ে কর্মী সভাও করে ফেলেছেন।গত লোকসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে তৃণমূলপ্রার্থী সোমেন মিত্র চারবারের জয়ী সিপিএমের সাংসদ শমীক লাহিড়ীকে প্রায় দেড় লক্ষ ভোটে হারিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এবার এই কেন্দ্রে মমতা ব্যানার্জি তাঁর ভাইপো তথা সর্বভারতীয় তৃণমূল যুবার অধিপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রার্থী করতে একটা 'মাস্টার স্ট্রোক' দিয়েছেন। সাতটি বিধানসভা এলাকার বিধায়ক তৃণমূলের হলেও গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে কিছু কিছু এলাকায় সিপিএমরা ভাল ফলাফল করেছে। গতবারের মতো কংগ্রেস-তৃণমূল-এসইউসিআই জোটও নেই। এবার এই কেন্দ্রে সিপিএম দাঁড় করিয়েছে ডাঃ আবুল হাসনাতকে, বিজেপি অভিজিৎ রাম, এসইউসিআই অজয় ঘোষ, পিডিএস সমীর পুতুতুন্ডু, কংগ্রেস কামারুজ্জামান জামালকে। অর্থাৎ বিরোধী সকলেই তৃণমূলকে টার্গেট করবে। তবুও সিপিএমের অন্দরের খবর হল এবার পরিস্থিতি ভাল হত যদি এই কেন্দ্রে শমীক লাহিড়ী প্রার্থী হতেন। তাঁর নাকি জনসংযোগ অনেক বেশি। তবে তৃণমূল সূত্রের খবর হল সোমেন মিত্রর থেকে বেশি মার্জিনে অভিষেককে জেতানোর জন্য সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়করা উঠে পড়ে লেগেছেন। কারণ এটা 'দিদির' কাছে প্রেস্টিজ ফাইটের ব্যাপার। সূত্র মারফৎ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থী হলেও প্রকারান্তরে অনেকেই 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ে'র ছায়া দেখছেন তাঁর মধ্যে।

জানা গিয়েছে সাতটি কেন্দ্রে বিধায়কদের মধ্যে কে বেশি মার্জিনে লিড দিতে পারে সে নিয়ে ভিতরে ভিতরে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। অন্য সব দলকে পিছনে ফেলে ইতিমধ্যেই ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে অভিষেকের সমর্থনে দেওয়াল লিখন, পোস্টারিং, হোর্ডিং টাঙানোও হয়েছে। সেক্ষেত্রে সিপিএম এখন বড়ই ম্রিয়মান। বামপন্থীরা আশায় আছে যদি অন্য দলের ভোট কাটাকুটির খেলায় তাদের ভাগ্যে শিকে ছেড়ে। তবে রাজনৈতিক মহলের ধারণা ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্র আবারও তৃণমূলেই দখলে থাকছে। এখন দেখার এককভাবে লড়াইয়ে তৃণমূলের মার্জিন কমে না বাড়ে।

নেতাজী সত্য উদ্ধারে নতুন আন্তর্জাতিক মঞ্চ

আজাদ বাউল: গত ৬ মার্চ ক্যালকাটা ক্লাবে পোয়েটস ফাউন্ডেশন-এর উদ্যোগে নেতাজী সম্পর্কিত ফাইল উন্মোচনের লক্ষ্যে এক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। দেশের এবং বিদেশের নেতাজীর অনুরাগীদের উপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে ভারত সরকারের ওপর নেতাজী সম্পর্কিত ফাইল প্রকাশের দাবিতে আন্তর্জাতিক ভাবে চাপ সৃষ্টি করা হবে। পোয়েটস ফাউন্ডেশন-এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ চৌধুরী প্রতিবেদককে জানান যে জার্মানীর হামবুর্গে হেডকোয়ার্টার করে আগামী দিনে একটি নতুন আন্তর্জাতিক মঞ্চ 'ইন্টার ন্যাশনাল ফোরাম ফর নেতাজী রিসার্চ' গঠিত হচ্ছে।

শিবব্রত রায় ও প্রদীপ চৌধুরী যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। পৃথিবীর ১২টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি থাকছেন এই মঞ্চে। ওই দিনের প্যানেল আলোচনার সভাপতিত্ব করেন বিচারপতি সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়।

রাজনৈতিক দলগুলির কাছে এসএমএস পাঠিয়ে নেতাজী তথ্য উন্মোচনের ব্যাপারে জনমত গঠনের একটি প্রস্তাব গৃহিত হয়। অভিজিৎ সেনগুপ্ত, ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (অক্সফোর্ড), রণজিৎ গাঙ্গুলী (আমেরিকা), হুসেন মোল্লা (বাংলাদেশ), পূরবী রায়, মধুসূদন পাল, কেশব ভট্টাচার্য, চান্দ্রেয়ী আলম, চন্দ্র কুমার বোস, ড. শ্রীধর ডেমলে (শিকাগো), দীপ্তেশ যশ (মিশন নেতাজী), পবিত্র গুপ্ত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন বলে সংস্থার সম্পাদক প্রদীপ চৌধুরী জানান।

রেকর্ড দরে পুর জমি বেচে কোষাগারের সঙ্কট কাটাতে চলেছে পুরসভা

বরুণ মণ্ডল

কলকাতা: পুর জমির পরিমাণ ১৭ একর অর্থাৎ ৫১ বিঘার বেশি। বর্তমান এ জমির বাজার দর আনুমানিক এক হাজার কোটি টাকা। যদি এটা ঘটে তবে তা হবে কলকাতা পুরসভার ইতিহাসে সর্বাধিক টাকায় জমি বিক্রির রেকর্ড। শুধু শহর নয়, সারা দেশেই এই রকম দামে জমি বিক্রির নজির খুবই কম। বর্তমান পুর কোষাগারের সঙ্কটে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ায় কলকাতা পুরসভা ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাস থেকে তিন কিলোমিটার ভিতরে এ জমি বিক্রির জন্য 'গ্লোবাল টেন্ডার' ডাকতে চলেছে। পুর সূত্রের খবর, ইএম বাইপাসের মাঠপুকুর এলাকায় যে স্থানে পুর 'ডগ পন্ড' রয়েছে, তার ঠিক পাশেই এ জমিটি। এ জমি বিক্রির পথ সুগম করতে গিয়েই বছরখানেক পূর্বে এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে স্থানীয় পুর প্রতিনিধি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। পুর জমি-জরিপ দফতরের এক আধিকারিক জানান, এই মুহূর্তে বাইপাসের আশেপাশের কাঠা প্রতি জমির দর প্রায় কোটি টাকার ওপর গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই হিসেবে ১৭ একর জমির দাম এক হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে। এদিকে ২০১২-এ বাইপাসের ধারে আইটিসি সোনার বাংলা হোটেলের কাছেই মোট দু'একর জমি পুরসভা বিক্রি করেছিল। তখন তার দাম ছিল ১১৫ কোটি টাকা। কাঠা প্রতি দাম ধরলে দাঁড়ায় প্রায় ১০৮ লক্ষ টাকা।

তারও আগে ২০০৯-এ সব থেকে বেশি দামে জমি বিক্রি হয়েছিল। বাইপাসের পাশেই মোট ৩.৩৫ একর জমি মোট ১৩৫ কোটি টাকায় বিক্রি হয়েছিল। কাঠা প্রতি দাম ৭৫ লক্ষ টাকা। এদিকে

পুর অর্থ দফতর জানাচ্ছে, পুর জমি বিক্রি করে প্রাক্তন মহানাগরিক বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বাধীন গত বাম পুরবোর্ড প্রায় ৬০০ কোটি টাকা বাজার থেকে তোলে। বর্তমান মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল পুরবোর্ড এখনও পর্যন্ত তার ধারে কাছে ঘেঁষতে পারেনি। পুর অর্থ দফতরের প্রধান কর্তারা অবশ্য মনে করছে মাঠপুকুরের জমি বিক্রি সম্পন্ন হলে পুরনো সমস্ত রেকর্ড ভেঙে যাবে। তবে বর্তমান প্রশ্ন সেই টাকা কোন কাজে লাগানো সেটাই দেখতে হবে। এদিকে জমি বিক্রির কাজে যাতে কোনও অস্বচ্ছতা না থাকে সেজন্য প্রথম থেকেই অতি সতর্কতার সঙ্গে বর্তমান পুর কর্তৃপক্ষ পা ফেলতে চাইছে।

কীভাবে জমি বিক্রি হবে এবং কোন পদ্ধতিতে জমি বেচলে পুর কোষাগারে বেশি টাকা আসতে পারে, সে ব্যাপারে রাজ্য সরকারের 'বিনিময় পরামর্শ'র সহায়তা নেওয়া হয়েছে। এই কাজে বিশেষ দক্ষতা রয়েছে এমন কোনও সংস্থাকেই দায়িত্ব দেওয়া হবে। 'গ্লোবাল টেন্ডারে' যাঁরা সর্বোচ্চ দর দেবে তাদেরকেই জমিটি দেওয়া হবে।

জমিটিকে সেরূপ করে তুলতে বাইপাসের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের ব্যবস্থা পুরসভা করে দিচ্ছে।

সরকারে এলে তদন্ত হবে

একের পাতার পর

হয়ত দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারবে না। এইসময় আকস্মিকভাবে উত্থান হয় নরেন্দ্র ভাই মোদি'র। তারপর চলতে শুরু করে বিজেপি'র অশ্বমেধের ঘোড়া। সমস্যা হচ্ছে, লোকসভা নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে ততই বিভিন্ন সমীক্ষায় বিজেপি'কে যতই এগিয়ে রাখা হোক না কেন, পরিসংখ্যানবিদদের মধ্যে ততই ধোঁয়াশার সৃষ্টি হচ্ছে। কারণ, পশ্চিমবাংলায় বিজেপি অন্তত একটা আসনও পাবে - এরকম সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে আসছে। এর কারণ একটাই এ রাজ্যে বিজেপি'র কোনও সংগঠন নেই। অথচ নরেন্দ্র মোদি'র কিচেন ক্যাবিনেটে পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাচিত একজনের স্থান রাখা হয়েছে, যদিও নির্দিষ্টভাবে কারও নাম সেখানে লেখা হয়নি। অন্য একটি সূত্রে শোনা গিয়েছে, দার্জিলিং কেন্দ্রের বিজেপি'র প্রার্থী এস এস আলুওয়ালিয়ার নাম সেখানে রাখা হয়েছে।

কিচেন ক্যাবিনেটের গোপন বৈঠকে ঠিক হয়েছে, বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরে যে সব কাজকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে তার মধ্যে অন্যতম হল, পশ্চিমবঙ্গে সিপিআই(এম) কি করে বিশাল সম্পত্তির মালিক হয়েছে এবং তার উৎস কোথায় তার সন্ধান করা বিজেপি'র মতে, সিপিআই(এম)কে যদি জোর ধাক্কা না দেওয়া যায়, তাহলে তারা যে কোনও মুহূর্তে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে।

এই চিন্তার অন্য একটি দিক আছে তা হল, যেন তেন প্রকারে রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসকে তোয়াজ করে রাখতে হবে। তারা নিশ্চিত, ব্যাপকভাবে সিপিআই(এম) বিরোধী আক্রমণকে জোরদার করতে পারলে তৃণমূল কংগ্রেসের অনায়াস সমর্থন পেতে দেরি হবে না। পাশাপাশি এধরনের তদন্ত করলে আর একটি বার্তাও তৃণমূলের কাছে পৌঁছে দেওয়া যাবে।

তা হল, প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধেও তদন্ত করা হতে পারে। কারণ, তাদের সামনে রয়েছে সারদা মামলার গতিপ্রকৃতি। এছাড়া অন্যান্য চিটফাণ্ডগুলির বিরুদ্ধেও তদন্তের কাজ শুরু হতে পারে। এসবই রয়েছে ভাবনা চিন্তার স্তরে। তবে কোনওভাবে বিজেপি যদি লোকসভার নির্বাচনে দু'শো আসন না পায়, তখন সামগ্রিকভাবে ছবিটা বদলাতে শুরু করবে। তখন তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিআই(এম) বা অন্যান্য ছোট ছোট দলগুলিকে তোয়াজ করে চলতে হবে বিজেপিকে। নির্বাচনের ছবি কিন্তু প্রতিদিনই বদলাচ্ছে এবং তার অনেকাংশই যাচ্ছে বিজেপি'র বিরুদ্ধে।

ইতিহাস না পড়েই কাদায় ঝাঁপ মমতার

একের পাতার পর

আর এক গান্ধীবাদী সৎ, নিষ্ঠাবান সমাজকর্মী বলে পরিচিত অন্না হাজারে।

ফের তিনি দেখালেন ভারতের নেতারা বদলায়নি। বাঙালির উচ্চাকাঙ্খা সাজে না। বেশি এগোলে বিনাশে তৈরি তারা। এক্ষেত্রে মমতার অবশ্য ইতিহাসের পাতা উল্টানো প্রয়োজন ছিল। অবশ্যই তার জানা উচিত পরিবর্তনে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ইতিহাসের শিক্ষা। যদিও বিশ্বাস করা বাঙালির বদঅভ্যাস। মমতাও তাড়াহুড়োতে সে অভ্যাস থেকে বেরোতে পারেননি।

ক্ষমতার অলিন্দ থেকে দুরে রাখা গেলেও এভাবে কি বাঙালিকে মারা যায়? মেধার বিনাশ কি এভাবে সম্ভব? এ বিতর্ক চলতেই পারে। তবে সুভাষচন্দ্র আজও নেতাজীরূপে পুজো পান। শ্যামাপ্রসাদ আজও বাঙালির চোখের মণি। প্রণব আজ রাষ্ট্রপতি।

জ্যোতি বসু আজও ব্যক্তিত্বের জোরে শ্রদ্ধা আদায় করেন। আর কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে মমতা ইতিমধ্যেই রাজনীতিতে যে আলোড়ন তুলেছেন তা থামানোর ক্ষমতা অন্নার আছে বলে মনে হয় না।

তবে মনে রাখতে হবে বাঙালির ওপর এই প্রতিহিংসা চলতেই থাকবে। কারণ, বাঙালি রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। নিজেদের বাঙালি হিসেবে ভাবতে ভুলে গিয়েছে। বাঙালির সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ঐতিহ্য, জলাঞ্জলি যেতে বসেছে।

অনুষ্ঠান করে তাকে জাগিয়ে রাখতে হয়। আজ বাঙালি ফুটবল খেলে না, আড্ডা মারে না, তর্ক করে না, কবিতা লেখে না, গান শোনে না, বাঙলা বলে না। সকলে আজ টেলিভিশন, মোবাইল, ফেসবুক-ট্যুইটারে বন্দী।

ধীরে ধীরে জীবাশ্মতে পরিণত হচ্ছে। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে বাঙলাকে ফের এক নম্বরে তুলে ধরতে রাজনীতি ভুলে এককাট্টা না হলে মার খাওয়া ছাড়া গতি নেই। অন্না যে কাদা মমতার মুখে মাখিয়েছেন তার জবাব না দিলে এরপর অস্তিত্বের সংকট তৈরি হবে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৪৮ বর্ষ, ২১ সংখ্যা, ১৫ মার্চ-২১ মার্চ, ২০১৪

হিংসা মুক্ত নির্বাচন হোক

গণতন্ত্রের অগ্নিপরীক্ষা বলে বিবেচিত হয় লোকসভা নির্বাচন। স্বাধীনতার পর যতগুলি নির্বাচন হয়েছে প্রায় প্রত্যেকটিতেই অজস্র সাধারণ মানুষ মারা পড়েছেন। রাজনৈতিক হানাহানিতে এ রাজ্যেও পিছিয়ে নেই বিগত নির্বাচনগুলিতে। দিনক্ষণ ঘোষিত হবার পর থেকেই দেওয়াল দখল, পার্টি অফিস দখল এমন নানা ছোট ছোট সংবাদ আসছে। বাতাস ক্রমশ গরম হয়ে ওঠার আগেই প্রশাসনের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলির নেতৃত্বকে কড়া হাতে রাশ টানতে হবে। ইতিমধ্যে শাসক ও বিরোধীদলের কোন কোন নেতার মুখে অশালীন ও হিংসা উদ্রেককারী ভাষণ এবং বক্তব্য শোনা গিয়েছে। মেঠো বক্তৃতা করতে গিয়ে এবং আমজনতার হাততালি পেতে গিয়ে এমন সমস্ত বেঁফাশ মন্তব্য যা শুধু ভোটার নয়, দলীয় কর্মীদের মনেও হিংসার বীজ বুনে দেয়। নির্বাচনের দিন চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ভোট কর্মীরা, নিরাপত্তা রক্ষীরা এবং সাধারণ ভোটাররা বিপদে পড়েন রাজনৈতিক হিংসার আবহাওয়াতে। কিছু মানুষের মৃত্যু কিংবা ভোটকর্মীদের অকাল মৃত্যু নির্বাচনের নেশায় মত্ত রাজনৈতিক নেতৃত্ব মনে রাখেন না। গণতন্ত্রের এই বৃহত্তর উৎসব হয়ে দাঁড়ায় এক একটি অগ্নিপরীক্ষা। ভোট আসবে, ভোট যাবে হারিয়ে যাওয়া মানুষগুলোকে আর ফেরত আনা যাবে না। এবারে পাঁচদফা, নয়দফা নির্বাচন ভোটারদের স্বস্তি দিয়েছে কারণ পঞ্চায়েত ভোটে আধাসামরিক বাহিনী না থাকায় নানা অভিযোগ উঠে থাকে। সাধারণ ভোটার থেকে ভোটকর্মীরা ভয়ে এবং চাপের মধ্যে থাকেন।

এবারের ভোটে অপছন্দের প্রার্থীদের প্রত্যাখান করার জন্য ভোট মেশিনে 'না-ভোট' (নোটা) বোতাম থাকায় বিশেষ আকর্ষণের বিষয় হয়েছে। বর্তমান নতুন প্রজন্মের ভোটাররা এখন ভোট প্রার্থীদের কাছে প্রথম টার্গেট মূলত ওই 'বিপজ্জনক' বোতামটির কারণেই। নতুন প্রজন্ম বর্তমান রাজনৈতিক দলগুলির কাজকর্মে অনেকটাই খুশি নন।

স্পর্শকাতর, অতিস্পর্শকাতর বুথগুলিতে নির্বাচন কমিশন উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে বলে জানিয়েছে। রাজ্যে যাতে প্রাক নির্বাচন হিংসা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে সেজন্য রাজ্য সরকারের পুলিশ প্রশাসনকে আরও সতর্ক হতে হবে।

অমৃতকথা

১৯৭। শকুনি অনেক উঁচুতে ওড়ে, কিন্তু তার দৃষ্টি থাকে গো-ভাগাড়ে, বইপড়া পণ্ডিতেরা অতি উঁচু উঁচু জ্ঞানের কথা বলেন বটে, কিন্তু তাঁদের মন থাকে, অসার চাল-কলা, ধন-মান ও বিদায়ের ওপর।

১৯৮। শাস্ত্র পড়ে লোককে ঈশ্বর বোঝানো, আর ছবিতে কাশী দেখে লোককে কাশী বোঝানো একই কথা।

১৯৯। 'তাক তেরে কেটে তাক' বোল বলা সহজ হাতে বাজানো কঠিন। সেই রকম ধর্ম্মকথা বলা সোজা, কিন্তু কাজে করা বড়ই কঠিন।

২০০। যেমন হাতীর দাঁত বাইরে একরকম আর ভেতরে আর একরকম। কপট ধার্মিকের ভাবও সেইরকম। মুখে এক ভেতরে অন্যরকম।

২০১। তিনি খুব বক্তৃতা করতে পটু, কিন্তু তাঁর জীবন বড় খাটো, তাঁকে আপনি কেমন জানেন? হ্যাঁ, তিনি সহজে পরকে উপদেশ দেন, কিন্তু নিজে গচ্ছিত ধন নষ্ট করেন।

২০২। পার্থিব লাভের আশায় সংসারীরা অনেকরকম ধর্ম্ম কর্ম্ম করে থাকে, কিন্তু বিপদ, দুঃখ দরিদ্রতা ও মৃত্যু আসলে তারা সব ভুলে যায়। পাখি সমস্ত দিন 'রাধাকৃষ্ণ' বলে, কিন্তু বেড়ালে ধরলে কৃষ্ণনাম ভুলে গিয়ে ক্যাঁ ক্যাঁ করতে থাকে।

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণপরমহংসদেব

দেউলিয়া আনিসুর 'সিঁদুর' নিয়ে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করতে চাইছেন

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

মহিলাদের মাথার সিঁদুরের রং নিয়ে বক্রোক্তি করে আবার আলোচনায় উঠে এসেছেন প্রাক্তন পঞ্চায়েত মন্ত্রী তথা ডোমকলের বিধায়ক আনিসুর রহমান। এর আগেও তিনি তৃণমূল কংগ্রেস ও তাদের নেত্রী সম্পর্কে কুরুচিকর মন্তব্য করে বিধানসভায় বাধ্য হয়েছিলেন ক্ষমা চাইতে। সিঁথিতে সিঁদুর ব্যবহার করতেন মূলত হিন্দু ধর্মের অনুগামীরা। তবে ইদানীংকালে কোনও কোনও ভিন্ন ধর্মের মহিলাদের মাথায় সিঁদুর ব্যবহার করেত দেখা যায়। সকলেই জানেন, যে কোনও বিবাহিতা হিন্দু নারীর কাছে সিঁদুরের স্থান কোথায়। সন্তান এবং মূলত স্বামীর মঙ্গালকামনায় তাঁরা প্রতিদিন নিয়ম করে সিঁথিতে সিঁদুর দেন। অনেক সময় স্বামীর সঙ্গে বনিবনা না হলেও তাঁরা তার প্রিয়জনের জন্য মঙ্গলকামনা করতে ভোলেন না। আজও পশ্চিমবাংলায় যদি কোনও 'সার্ভে' চালানো হয়, তাহলে দেখা যায় শতকরা ৯৮ শতাংশ মহিলা নিজেদের জীবনকে সামাজিক বিয়ের বন্ধনে বাঁধতে চান। বিয়ের আসরে থেকেই তাঁদের মাথায় শোভা পেতে থাকে টকটকে সিঁদুর। বিজয়া দশমীর দিন মা দুর্গাকে সাক্ষী করে চলে মহিলাদের মধ্যে সিঁদুর খেলা। এই একটি অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করলেই রাজনীতির নোংরা কীটরা বুঝতে পারবেন, কিসের জোরে আজও বাংলার অগণিত মহিলারা অনেক ক্ষেত্রে শত গঞ্জনা, লাঞ্ছনা সহ্য করেও তাঁদের সংসার ছেড়ে বেরিয়ে আসেননি।

বাংলার মেয়েদের এই দুর্বল জায়গায় আঘাত করেছেন আনিসুর রহমান। তিনি অবশ্য বলেছেন, আমি তো সেরকম কিছুই বলিনি। শুধু বলেছি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লাল রং সহ্য করতে পারেন না। তাহলে তাঁর যদি বিয়ে হত তাহলে কি তিনি সিঁথিতে সবুজ সিঁদুর ব্যবহার করতেন। তার তো এখনও প্রচলন হয়নি।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে মুসলমান সমাজের এমন অনেক রীতিনীতি আছে যা একবিংশ শতাব্দীর দু'দশক পার হয়ে যাওয়ার পরেও অতি আধুনিক বলে মনে হয়। সেগুলি জানার পর শ্রদ্ধায় মাথা নিচু হয়ে আসে। কিন্তু যে কোনও ধর্মর ভাবাবেগকে নিয়ে কেউ যদি ঠাট্টা-ইয়ার্কি করেন, তাহলে তার বা তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই প্রতিবাদ গড়ে তুলতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে বাংলার মানুষের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে কাজী নজরুল ইসলামের গানের কলি, 'একই বৃন্তে দু'টি কুসুম হিন্দু-মুসলমান'। কাজের ক্ষেত্রে আমাদের মনেই থাকে না, কে হিন্দু, কে মুসলমান। আসলে দেউলিয়া হয়ে গিয়েছেন, আনিসুর রহমানের মতো রাজনীতিদের সঙ্গে ঝগড়া করেন। মনোবিদদের মতে, এর একটাই কারণ তারা নিরাপত্তাহীনতায় দিনযাপন করেন। সবসময় এঁরা আতঙ্কিত হয়ে ভাবেন, যে কোনও মুহূর্তে তাদের ক্ষমতা চলে যাবে। প্রসঙ্গত, এই ধরনের সাম্প্রদায়িক কথাবার্তা কখনও শোনা যায়নি সিপিআই (এম) নেতা বিনয় চৌধুরী কিংবা জ্যোতি বসু'র মুখ থেকে।

দু'বছর আগে উত্তর দিনাজপুরের ইটাহারে রাজ্য জুড়ে নারী নির্যাতন এবং ধর্ষিতাদের জন্য ক্ষতিপূরণের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আনিসুর রহমান যে মন্তব্য করেছিলেন, প্রবল জনমতের চাপে তাঁকে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়েছিল। শনিবার

বীরভূমের মুরারইয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্য এবং লোকসভা নির্বাচনে দলের দুই তারকা প্রার্থী - মুনমুন সেন এবং ইন্দ্রনীল সেনকে নিয়ে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তা টিভির দৌলতে সম্প্রচারিত হওয়ার পরেই প্রতিবাদের ঝড় ওঠে।

আর.এস.পি নেতা অশোক ঘোষ বলেছেন, শিষ্টাচার লঙ্ঘন করেছেন আনিসুর। ওই দিন আনিসুর বলেছেন, রাজ্যের মন্ত্রীগুলো সব ভেড়া। তাঁদের সকলকে একজনের অনুমতি নিয়ে চলতে হয়। এমনকী বিয়ে করতে গেলেও তাঁর অনুমতি লাগে।

অতীতে একই ধরনের আচরণ করেছেন, অনিল বসু ও বিনয় কোঙার। একইসঙ্গে সুস্পষ্টভাবে জানানো প্রয়োজন, বীরভূম তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল যে ভাষায় প্রকাশ্যে কথা বলেন, তা সমর্থন করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা আমাদের জাগে না। বরং অনুব্রত'র কিছু কিছু বক্তব্য আমরা অত্যন্ত ঘৃণাভরে উপেক্ষা করি।

তবে আমরা আনিসুর রহমানকে সতর্ক করে দিয়ে বলতে চাই, এই রাজ্যটার নাম পশ্চিমবঙ্গ। এখানে সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়ানোর কোনও জায়গা নেই।

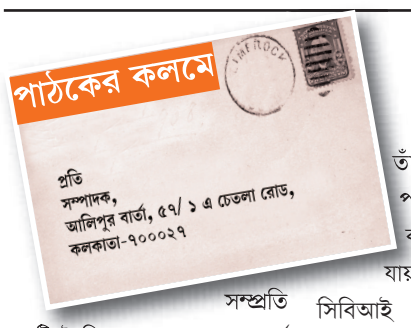

তৃণমূল-থৃণমূল সংঘাত

সম্প্রতি একটি দৈনিকে সংবাদপত্রের চতুর্থ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে তৃণমূলের প্রার্থী পদের টিকিট দেবেন বলে প্রার্থীর কাছ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা নিয়ে ওই দলের এক সর্বভারতীয় নেতা পকেটে পুরেছেন। যে দলের নেত্রী 'মোস্ট অনেস্ট' বলে পরিচিত, তাঁর দলে এক সর্বোচ্চ পদাধিকারী এই দুষ্কর্ম করেন বলে বিশ্বাস করা যায় না। তবু বলি সিবিআই তদন্ত হোক, সত্য প্রমাণিত হোক। গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন ভোটারগন চাইবেন স্বচ্ছ নেতৃত্ব। চাইবেন সৎ মানুষেরাই তাঁদের প্রতিনিধিত্ব পেয়ে যান। এই দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে তামিলনাড়ু থেকে। তামিলনাড়ু কংগ্রেসের (টিএমটিসি) নেতা এম. গণেশ অভিযোগ পত্র জমা দিয়েছেন চেন্নাই পুলিশের ডি.জে.'র কাছে। প্রতিলিপি জমা পড়েছে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ে। অভিযোগপত্র গিয়েছে দিল্লিতে সিবিআই সদর দফতরে, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূল দফতরে। বিষয়টি নিয়ে অভিযুক্ত নেতা কোনও মন্তব্য করতে চাননি। এম. গণেশ প্রথমে তামিলনাড়ুতে তৃণমূল সংগঠন করেন। পরে বেরিয়ে এসে থৃণমূল কংগ্রেস নামে একটি দল করে তার সভাপতি হন। পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল নেতা পার্থবাবু কিন্তু ঘটনাটি কুৎসা বলে মনে করছেন। দেখা যাক সঠিক তদন্তেই আসল বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে কিনা।

সুনীল ঘোষ, কলকাতা-৪২।

পাঠকেরা চিঠি পাঠাতে পারেন এই ঠিকানায় - ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা- ২৭। ইমেল করুন - alipur_barta@yahoo.co.in.

রাজ্য রাজনীতি

গুরুং-এর পাশে বিজেপি তৃণমূলের পাশে কি ঘিসিং

ঘোলা জলে মাছ ধরার জন্য আসরে অবতীর্ণ হয়েছেন একদা পাহাড়ের অধিপতি সুভাষ ঘিসিং।

পৃথক রাজ্যের দাবিতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন বিমল গুরুং। তাই কিছুতেই তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে তিনি গাঁটছড়া বাঁধতে রাজি নন। তাই দিল্লিতে গিয়ে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে বিজেপিকে তাদের দলের প্রার্থী দেওয়ার অনুরোধ জানালেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা নেতা বিমল গুরুং। শুধু তাই নয় দেশের যেখানে যেখানে গোর্খা ভোটারদের আধিপত্য আছে, সেখানেই বিজেপিকে মোর্চা সমর্থন করবে। স্বয়ং বিমল গুরুংকে পাশে বসিয়ে সোমবার একথা বলেন বিজেপি সভাপতি রাজনাথ সিং।

পাহাড়ে কারও সঙ্গে আপোষ করতে পারেননি গুরুংরা। প্রথমে সিপিআই(এম), পরে তৃণমূল কংগ্রেস - দু'দলের সঙ্গেই সংঘাত চরমে ওঠে। একসময় বিমল গুরুং বলেছিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার কাছে মায়ের মতো। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সেই মাতৃত্বে অবশ্যই চিড় ধরে। ক্ষমতায় আসার পরে কমপক্ষে ২২ বার দার্জিলিং গিয়েছেন মমতা। পর্যবেক্ষকদের ধারণা, মমতা বুঝতেই পেরেছিলেন বিমল গুরুংদের যতই খাতির করা হোক না কেন, বাগে আনা যাবে না। এবারের লোকসভার নির্বাচনে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা চেয়েছিল স্থানীয় কাউকে প্রার্থী করতে। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস তাদের সঙ্গে কোনও কথা না বলে বাইচুং ভুটিয়াকে প্রার্থী ঘোষণা করে দেয়।

সমস্যা হচ্ছে, মোর্চা বিজেপি সঙ্গ চাওয়ায়, পাহাড়ে আবার বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার সম্ভাবনা অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠছে। এবারে দার্জিলিং-এ লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সমস্ত ঘটনাটা এমন জেদাজেদির পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে তা যে কোনও মুহূর্তে ফেটে বেরিয়ে পড়তে পারে। সুযোগ বুঝে ঘোলা জলে মাছ ধরার জন্য আসরে অবতীর্ণ হয়েছেন একদা পাহাড়ের অধিপতি সুভাষ ঘিসিং। তিনি চাইছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে হাত ধরতে। অতীতে পাহাড় থেকে বিজেপি প্রার্থী যশোবন্ত সিং জয়ের পরে আর মুখ দেখাননি। অর্থ বিল নিয়ে আলোচনার সময় তিনি একবার গোর্খাল্যাণ্ডের পক্ষে সওয়ালও করেছিলেন লোকসভায়। তাই আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে পাহাড় যে সরগরম হয়ে উঠবে, এ সম্পর্কে কারও কোনও সন্দেহই নেই।

■ *নারদ গায়েন*

বাবা তারকনাথ ও নেত্রীর ভরসায় জিততে চান সন্ধ্যা রায়

অভিমন্যু দাস

'বাবা তারকনাথ'-এর সুধা এবার মেদিনীপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী। প্রবীণ অভিনেত্রী সন্ধ্যা রায়ের কাছে তৃণমূলের প্রার্থী হওয়াটা মোটেই অপ্রত্যাশিত ছিল না। রাজ্যে পালাবদলের পর অনেক তারকার মাঝে তাঁকেও আজকাল প্রায়ই তৃণমূলের অনুষ্ঠানে দেখা যেত। কিন্তু মেদিনীপুর আসন থেকেই দাঁড়াবেন সে বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন না স্বয়ং সুধা ওরফে সন্ধ্যা রায়। প্রার্থী হওয়া প্রসঙ্গে সন্ধ্যা দেবী একান্ত সাক্ষাৎকারে বলেন, 'দল খুব দ্রুত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে। আমাকে মেদিনীপুরের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ আসনে প্রার্থী করায় দলের প্রতি আমার দায়বদ্ধতা আরও বেড়ে গেল। আমাকে প্রার্থী করা হবে সে সম্পর্কে আমার নেত্রী কয়েকদিন আগেই জানিয়েছিলেন। তাই একটা মানসিক প্রস্তুতি ছিল।' সন্ধ্যা রায় দাবি করেন, 'দীর্ঘ পাঁচ দশক ধরে গ্রামেগঞ্জের মানুষের মনে আমার অভিনীত চরিত্রগুলি যথেষ্ট দাগ কেটেছে। যাত্রার সুবাদে মানুষের খুব কাছে যেতে পেরেছি। এবার সেইসব মানুষের সেবায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করার একটা বিরাট সুযোগ পেয়েছি।' ঠিক কি ধরনের কথা তাঁকে বলতে হবে এই প্রসঙ্গে অঞ্জন চৌধুরীর 'বড় বৌ' বলেন, 'অবশ্যই আড়াই বছরের আমাদের দলের সাফল্যের কথাই মূলত তুলে ধরব। যদিও এখনও পর্যন্ত দলের তরফ থেকে কোনও বিশেষ বার্তা আসেনি। কোন লিখিত ভাষণ নয়, মেদিনীপুরের শিক্ষিত মানুষের সামনে বাস্তব জীবনের দুঃখ-দুর্দশা মোচন করার কথাই বলব।'

এখনও তাঁর মেদিনীপুরে যাওয়ার দিন ঠিক হয়নি। কবে থেকে প্রচারে যাবেন সে প্রসঙ্গে সন্ধ্যা দেবী জানান, 'আশা করছি দোলের পরই মেদিনীপুরে পাকাপাকি থাকব। নিয়মিত সেখানকার দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা সভাপতির সঙ্গে কথা হচ্ছে। তাঁরাই একটা থাকার বাড়ির ব্যবস্থা করেছেন।' কীভাবে প্রচার পর্ব সামলাবেন সে সম্পর্কে সন্ধ্যা দেবী জানান, 'স্থানীয় নেতৃত্বই প্রচারের ব্যাপারটা সবকিছু দেখছেন। ইতিমধ্যেই প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছে। এটুকু জানি, টানা ৪০ দিন আমাকে প্রচার চালাতে হবে। যেটা এই বয়সে একটু কষ্টকর বিষয়। আমার বয়স কম হলে ভাবতাম না। কিন্তু কি আর করা যাবে। আমাকে ভোলানাথ শক্তি জোগাবেন। তিনিই আমার পরম শক্তি।' নির্বাচনে লড়াই-এর কৌশল প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর কোনও নির্দেশ পেয়েছেন কিনা প্রসঙ্গে সন্ধ্যা রায় বললেন, 'এখনও পর্যন্ত সেভাবে বিশেষ কোনও নির্দেশ তাঁর তরফ থেকে আসেনি। এবার আসার সময় হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই তো তিনি আমাদের সকলকে নিয়ে তাঁর বাসভবনে বসেছিলেন। আগামী দিনে তিনি আবারও আমার সঙ্গে অবশ্যই বসবেন। তাঁর দেখানো পথেই তো এই নির্বাচনী বৈতরণী পার হবো।' তাঁর বিরুদ্ধে বামফ্রন্টের প্রার্থী হলেন প্রবোধ পাণ্ডা। বর্তমান সাংসদ। তাঁর বিরুদ্ধে জেতার ব্যাপারে কতটা নিশ্চিত প্রসঙ্গে সন্ধ্যা রায় জানান, 'দু'শো শতাংশ নিশ্চিত জিতব। তাছাড়া যেখানে মা-মাটি-মানুষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থন রয়েছে সেখানে জয় ছাড়া অন্য কোনও কিছুই ভাবতে চাই না।'

রাহুলের দাবি উড়িয়ে দিলেন মহাশ্বেতা দেবী

মহাশ্বেতা দেবীর পক্ষ থেকে রাজ্য বিজেপি প্রধান রাহুল সিনহার কাছে একটি ফোন আসে। যেখানে অনুরোধ করা হয়, তাঁর পালিতা কন্যা অঞ্জলি ওঁরাওকে প্রার্থী করা হোক আলিপুরদুয়ার

কেন্দ্র থেকে। এই ফোনের খবর জানান, রাজ্য বিজেপি সভাপতি। কিন্তু মহাশ্বেতা দেবীর পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এ ধরনের কোনও ফোন তিনি বা তাঁর বাড়ি বা অফিস থেকে করা হয়নি। তবে মহাশ্বেতা দেবী একথাও বলেছেন, অঞ্জলি ওঁরাও প্রার্থী হলে তিনি নিঃসন্দেহে খুশি হতেন।

গরম পড়তেই মহানগরীতে বাড়ছে মশার হানাদারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: গরম পড়তে না পড়তেই মশার উপদ্রবে প্রাণ ওষ্ঠাগত বেহালা, জোকা, গার্ডেনরিচ ও যাদবপুরবাসীর। সাধারণ পাড়া আবাসন থেকে শুরু করে বিভিন্ন ছোট বড় আধুনিক ফ্ল্যাটবাড়ির বাসিন্দারা রীতিমতো অতিষ্ঠ। তাঁরা আরও আশঙ্কিত এই কারণেই যে গত ২০১২ ও ২০১৩-এ ডেঙ্গি ও ম্যালিরিয়ায় আক্রান্তের হাত থেকে রেহাই পায়নি ওই এলাকার বাসিন্দারা। বিভিন্ন ওয়ার্ডে পজিটিভ কেসের সংখ্যা দুটি জায়গাতেই বেশ ভালই ছিল। নামানো হয়েছিল বিশেষ টাস্ক ফোর্স। পুরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডে মশা মারার তেল, ওষুধ দেওয়ার পাশাপাশি পুরসভা থেকে চালানো হয়েছিল বিশেষ প্রচার অভিযান। ২০১২-এ কলকাতায় ডেঙ্গিতে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১৮৫২টি।

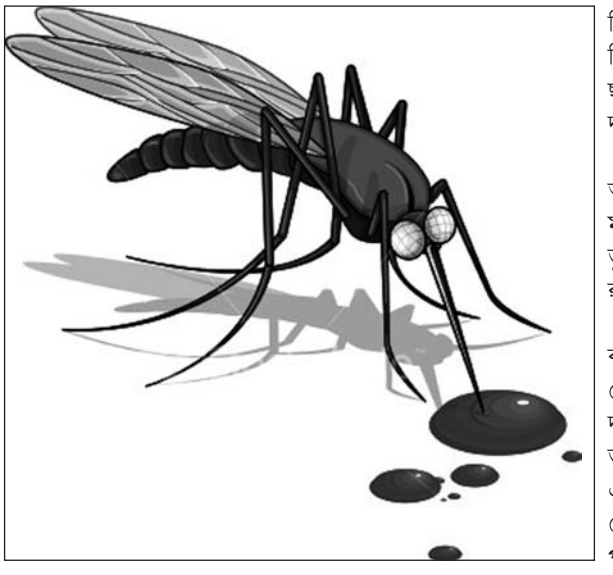

সে বছর কলকাতায় ডেঙ্গিতে মৃত্যু হয়েছিল দুই ব্যক্তির। ২০১৩-তে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ২৩৮টি, অবশ্য কোনও প্রাণহানি হয়নি। ২০১৩-তে বরো নম্বর ১১-১৫ এই পাঁচ এলাকায় ম্যালেরিয়ায় পজিটিভ কেস ছিল ৪১০টি। ২০১২-তে৪৭৪টি। বেহালার ১২০ ও ১২৮ নম্বর ওয়ার্ডে পিভি ও পিএফ দু'ধরনের 'মিক্সড কেস'ও ছিল। ২০১৪-তে কিন্তু একইভাবে ছড়াচ্ছে মশার দাপট।

প্রতিটি পাড়া, আবাসন সর্বত্রই মশা নিয়ে ভুরি ভুরি অভিযোগ রয়েছে।

পুরস্বাস্থ্য কর্মীরা তৎপরতা দেখালেনও জঞ্জাল দফতরের কর্মীদের তৎপরতা এই এলাকায় ছিটে ফোঁটাও চোখে পড়ছে না। পুরস্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষের দাবি, মশা নিধনের কাজ চলছে তৎপরতার সঙ্গেই। নিয়মিত ওষুধ, মশার লার্ভা নিধনের তেলের পাশাপাশি অন্যান্য বিশেষ কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সারাবছরব্যাপী। পুর পতঙ্গবিদ দেবাশিস বিশ্বাসেরও একই বক্তব্য। অন্যদিকে ভিন রাজ্যের এক ব্যবসায়ি কলকাতায় ব্যবসার সূত্রে এসে কলকাতার মশা দেখে টিপ্পনী কাটেন, 'আহ! কলকাতা আ গিয়া!'

দার্জিলিং-এ বিজেপি প্রার্থী

দার্জিলিং-এ বিজেপি প্রার্থী হচ্ছেন এসএস আলুওয়ালিয়া। বলাবাহুল্য, শ্রী আলুওয়ালিয়াকে নির্বাচনে জয়ী হতে সমর্থন জানাবে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা।

সী মা না ছা ড়ি য়ে

ঐতিহ্যের স্বপ্নপুরী কোচবিহার

বৈকুণ্ঠনারায়ণ মন্দির রেঙে উঠে হোলিতে

লালমোহন গায়েন

বাংলার অন্যতম প্রাচীন ঐতিহাসিক শহর এই কোচবিহার। ভারত স্বাধীনতার আগে অবধি এই জেলা ছিল ইংরেজদের অধীনস্থ করদ রাজ্য। সংস্কৃতি অনুরাগী রাজপরিবার ছিল রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত গুনগ্রাহী এবং পৃষ্ঠপোষক। কেশবচন্দ্র সেনের কন্যাকে এখানকার রাজার সঙ্গে নাবালিকা অবস্থায় বিয়ে দেওয়া নিয়ে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ ভেঙে তৈরি হয় নববিধান। এই কোচবিহারের রাজবাড়ি পশ্চিমবাংলার সবথেকে সুসজ্জিত ঐতিহ্যপূর্ণ রাজপ্রাসাদ। মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ সিংহের আমলে ১৮৮৭ সালে সেই আমলে ৯ লক্ষ টাকা খরচ করে তৈরি হয় অনবদ্য অলংকরণ মণ্ডিত এই প্রাসাদটি। রাজবাড়িতে প্রবেশ মূল্য ৫ টাকা। ৭টি গ্যালারিতে দর্শনীয় দরবার হলে প্রবেশ করলে স্তব্ধ করে দেয় অনবদ্য সব অয়েল পেন্টিং। এছাড়া রয়েছে রাজপরিবারের মূল্যবান সব ঐতিহাসিক সামগ্রী, কোচ জাতীয় আদিবাসিন্দাদের ব্যবহৃত নানা ধরনের সাজসরঞ্জাম। এক তলায় রয়েছে ২৪টি ও দোতলায় ৮০টি ঘর। এই রাজত্বে রাজার নিজস্ব টাঁকশালে তৈরি হত নারায়ণী টাকা। রাজপ্রাসাদের মূল ভবনের বাইরে জলাশয় ও ফুলবাগানের অপরূপ সৌন্দর্য মনকে এনে দেয় পরিপূর্ণ আনন্দ। তার ওপর সন্ধ্যে হলেই যখন উজ্জ্বল আলোক মালায় আলোকিত হয়ে ওঠে সম্পূর্ণ মহল তখন এই স্বপ্নপুরী ছেড়ে আর বাড়ি ফিরে আসতে মন চাইবে না। প্রাসাদের পাশেই বনবিভাগের পার্কের হ্রদে করতে পারেন নৌকাবিহার। আর একটু এগোলেই চোখে পড়বে সাগরদিঘি। তার পাশেই অনবদ্য স্থাপত্যের নিদর্শন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একাধিক ভবন। শীতকালে দিঘি জুড়ে বসে যায় পরিযায়ী পাখির মেলা।

এরপরে চলুন মদনমোহন ঠাকুরবাড়ি। কোচবিহারবাসীর প্রায় সকলে নিজের গৃহ দেবতার মতোই মর্যাদা দেন। বৈরাগী দিঘির পাড়ে অবস্থিত এই ঠাকুরবাড়িতে স্থিত বিগ্রহকে রাসে এই মন্দির ঘিরে জমে ওঠে ঐতিহ্যসম্পূর্ণ মেলা। এছাড়া রয়েছে আনন্দময়ী কালি, জয়তারা ও মা ভবানী বিগ্রহ। এছাড়া দেখতে পাবেন কেশব আশ্রম বাগান, নরেন্দ্র নারায়ণ পার্ক, বড়দেবীর মন্দির, অনাথনাথ শিবমন্দির। তবে এখানে ঘোরাঘুরির একমাত্র যান রিক্সা।

রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ

শহরের বাইরে রয়েছে আরও সব দর্শনীয় স্থান। এগুলি দেখতে গেলে গাড়ি ভাড়া করতে হবে। অসমের পরম আরোধ্য শংকরদেব একসময় অসম রাজের সঙ্গে মতোবিরোধে বিপন্ন হওয়ায় কোচবিহারে মহারাজ নরনারায়ণের ডাকে এখানে আসেন। তাঁর সমাধিস্থল রয়েছে শহর থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে মধুপুর গ্রামে। উত্তরপূর্ব ভারতের বৈষ্ণবদের কাছে এটি পবিত্র তীর্থ। এবার যেতে পারেন ৩০ কিলোমিটার দূরে গোসানীমারি গ্রামে 'কামতেশ্বরী' মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে। ওখান থেকে আলিপুর দুয়ারের রাস্তায় বাণেশ্বরে চলুন বাবা বাণেশ্বর শিবমন্দির দেখতে। প্রবাদ বাণাসুর এই দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। সম্ভবত রাজা নরনারায়ণের আমলে এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সমতল থেকে সিঁড়ি দিয়ে পাতালের গর্ভগৃহে নেমে শিবলিঙ্গের দর্শন করতে হয়। একইরকম পাতাল গর্ভগৃহ রয়েছে বাণেশ্বর থেকে তিন কিলোমিটার দূরে দেবী সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির। অম্বুবাচি আর নবান্নের দিনে এখানে পায়রা বলি দিয়ে দেবীর সন্তুষ্টি বিধান করা হয়। কয়েকদিন যদি এই শহরে থাকেন তাহলে যেতে পারেন ৮ কিলোমিটার দূরে ৩০০ বছরের পুরনো রাজা লক্ষীনারায়ণ নির্মিত বৈকুণ্ঠ নারায়ণের মন্দিরে। অষ্টধাতু নির্মিত এই মন্দিরটি ঘিরে দোল পুর্ণিমার মেলায় ছুটে আসে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও অসম থেকে হাজার হাজার মানুষ। যদি শীতের সময় যান তাহলে একটা দিন কাটিয়ে আসবেন তুফানগঞ্জের, রসিকবিল পক্ষী নিবাসে। এখানকার হরিণ উদ্যান, ঝুলন্ত সেতু পাশাপাশি শাল, সেগুন আর শিশু গাছে ভরা জঙ্গলে মনের আনন্দে ঘুরতে পারেন। কোনও হিংস্র জন্তুর ভয় নেই। কখনও বনপথে পায়ে ঘোরা, কখনও দিঘির জলে নৌকা বিহার, কখনও টাওয়ারে উঠে হরিণ দর্শন সবমিলিয়ে আনন্দের অঝোর ধারায় অবগাহন করে সারা বছরের ক্লান্তি ভুলে হয়ে উঠবেন নতুন মানুষ।

যাওয়া-থাকা:

হাওড়া বা শিয়ালদহ থেকে অজস্র ট্রেনে পৌঁছে যাবেন নিউ কোচবিহার স্টেশনে। এদের মধ্যে রয়েছে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস, তিস্তা-তোর্সা, সরাইঘাট, কামরূপ ও নিউ কোচবিহার এক্সপ্রেস। প্রায় ১৫ ঘন্টা সময় লাগে অধিকাংশ ট্রেনে। কোচবিহার শহরে অজস্র হোটেলের পাশাপাশি থাকতে পারেন জেলা পরিষদের অতিথি নিবাস (ফোন-০৩৫৮২-২২২৫২৭) কিংবা পৌরসভার অতিথি নিবাসে (০৩৫৮২-২২২৬৬৮)। আর যদি রসিকবিলে থাকতে চান তবে বনবিভাগের ঘরে থাকতে পারেন। বুকিং করতে পারেন কলকাতার বন উন্নয়ন নিগমে (০৩৩-২২৩৭০০৬০)।

মদনমোহন মন্দির

রসিকবিলের অতিথিরা

উৎসব

নবাব মিরজাফরও দোল খেলতেন

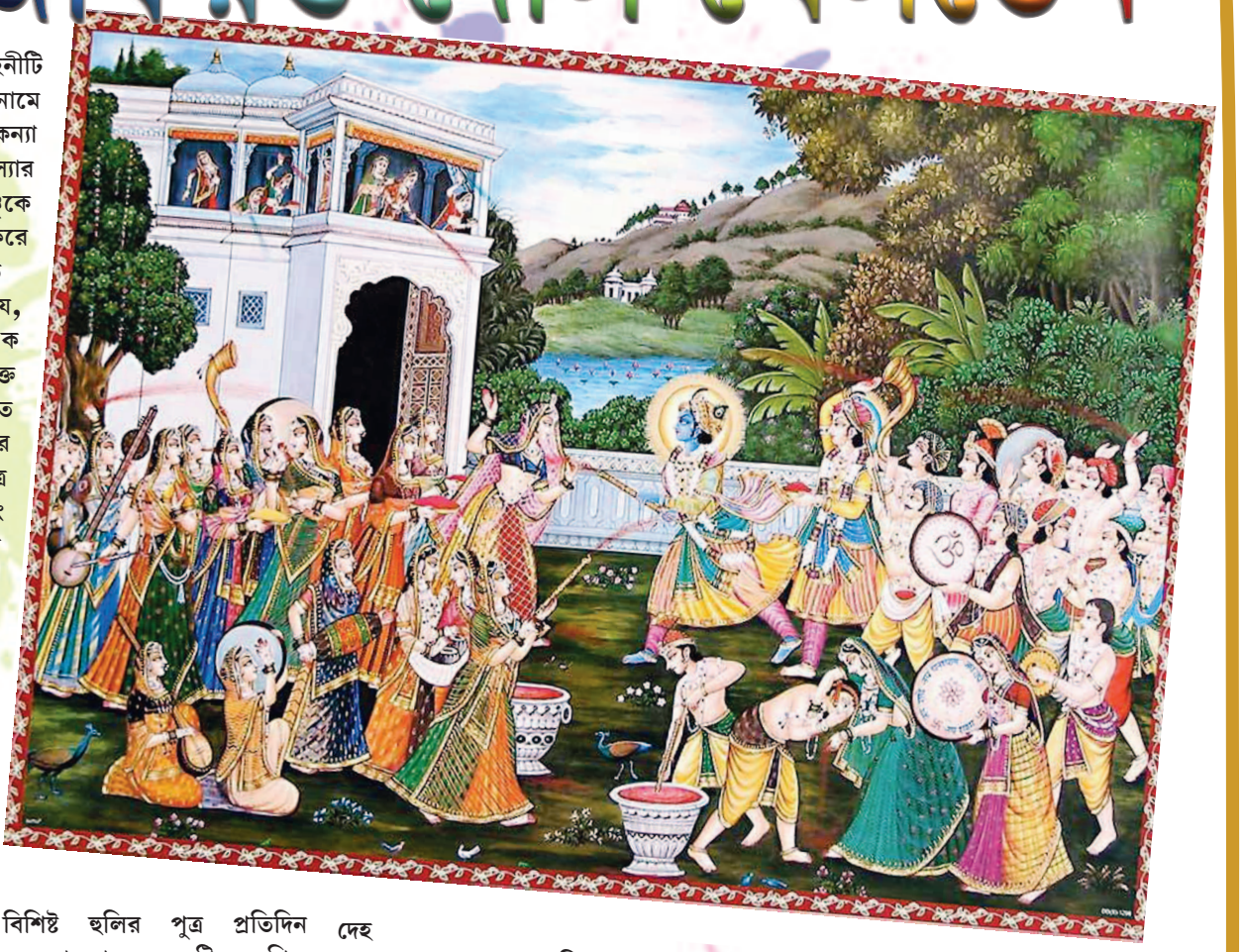

প্রবীর জানা

দোল রঙের উৎসব, শরীর ও মনকে ফাগের রঙে রাঙানোর উৎসব। উত্তর, মধ্য ও পশ্চিম ভারতের প্রায় সবখানে দোলযাত্রা হোলি উৎসব নামে পালিত হয়। আমাদের এখানে পালিত হয় দোল নামে।

হোলি উৎসবের সূত্রপাত একটি পৌরাণিক কাহিনী থেকে বলে মনে করেন অনেকে। কাহিনীটি হল, দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু নিজেকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর মনে করতেন। তাঁর বালক পুত্র প্রহ্লাদ ছিলেন বিষ্ণুভক্ত। অবাধ্য পুত্রকে হত্যা করার জন্য তাঁর অমর বরপ্রাপ্ত ভগিনী হোলিকাকে বললেন প্রহ্লাদকে কোলে নিয়ে বিশাল অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করতে। হোলিকা তাই করলে বিষ্ণুর কৃপায় প্রহ্লাদ অক্ষত দেহে বসে থাকলেন এবং হোলিকা ভস্ম হয়ে গেলেন।

পশ্চিম ভারতের হিন্দুরা হোলির আগের দিন ঘুঁটে প্রভৃতি দিয়ে সাজান ঘরে অগ্নি সংযোগ করে অমঙ্গলের প্রতীক হোলিকাকে ধ্বংসের আনন্দে মেতে ওঠেন। আবার বৈদিক যুগে মানুষ বিশ্বাস করতেন যে মেন্টাসুর সূর্যকে উত্তরায়নের পথে বাধা দিচ্ছে। মেন্টাসুর অজরূপী নক্ষত্রপুঞ্জের নাম। ঋগ্বেদে সূর্যকে বিশ্বনিয়ন্তা বলা হয়েছে। তার কারণ, পৃথিবীর ঋতু পরিবর্তন, প্রাণের সৃষ্টি, বক্ষ থেকে শুরু করে জীবজন্তুর সৃষ্টি, বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে সূর্য আছে বলে। অয়ন কথার অর্থ সূর্যের গতিপথ, ঋতু পরিবর্তনের কারণও। সূর্য যখন উত্তর দিকে থাকে তখন উত্তরায়ণ ও দক্ষিণ দিকে থাকলে হয় দক্ষিণায়ণ। সূর্যের অসীম শক্তিকে হয়ত মানুষ দেবত্ব আরোপ করেছিলেন। ধীরে ধীরে পৃথিবীর পালন কর্তা রূপে সূর্য বিষ্ণুশক্তিতে প্রতিভাত হন। সূর্যের উত্তরদিকের দোলন বা উত্তরায়নের প্রথম দিনটি বিষ্ণুর দোলযাত্রা বা দোল পূর্ণিমা নবীন সৃষ্টির আকুলতার এক স্পন্দন, নর-নারীর মনে সৃষ্টি করে এক অনাবিল অনুভূতি।

মেন্টাসুর বধের কাহিনীটি হল, হুলি নামে এক অসুর কন্যা কঠোর তপস্যার দ্বারা বিষ্ণুকে তুষ্ট করে বরলাভ করলেন যে, তাঁর এক ফোঁটা রক্ত যদি মাটিতে পড় তার থেকে পুত্র জন্মাবে এবং মাতা ও পুত্র এক বস্ত্র দ্বারা আবদ্ধ হয়ে অগ্নি কুণ্ডে প্রবেশ করলে দগ্ধ হবেন না। মেষের মুখাকৃতি বিশিষ্ট হুলির পুত্র প্রতিদিন গোপিনীদের ঘরে প্রবেশ করে একটি করে শিশু ভক্ষণ করতেন শ্রীকৃষ্ণ। নির্দেশ দিলেন কাঠের কুণ্ডলী জ্বালিয়ে সকলে যেন আবির নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন এবং মেন্টাসুরের রক্ত দেখলে যেন তার ওপর ছড়িয়ে দেন। শ্রীকৃষ্ণ শিশুর রূপ ধরে গোপিনীর ঘরে প্রবেশ করতে থাকলে মেন্টাসুর তাঁকে গিলে ফেলার চেষ্টা করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কণ্ঠ জোরে চেপে ধরলে মেন্টাসুর অচৈতন্য হয়ে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ মেন্টাসুরকে নিয়ে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করলে মেন্টাসুর তাঁর মাকে ডাকে এবং হুলি এসে নিজের ও পুত্রের দেহ এক বস্ত্রে আবৃত করে অগ্নিতে প্রবেশ করেন। শ্রীকৃষ্ণ মেন্টাসুরের বক্ষ বিদীর্ণ করে বেরিয়ে এসে হুলির বস্ত্রে নিজের শরীর আবৃত করেন এবং মেন্টাসুরের দেহ আগুনের বাইরে ছিটকে পড়লে গোপিনীরা তাঁর শরীরে আবির ছড়িয়ে দেন যাতে রক্ত মাটিতে না পড়ে।

মদন বা মৎ+অ-য়ের অর্থ হল তুমি আমার ও আমি তোমার। অনেকে মনে করেন মদন উৎসব হোলিতে রূপান্তরিত হয়েছে। তবে পণ্ডিত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধির মতে হোলি উৎসবের প্রচলন আগে এবং বসন্তকে কেন্দ্র করে মদন উৎসবের শুরু পরে হয়েছে। সংস্কৃতি চর্চারি শব্দের অপভ্রংশ চাঁচর যার অর্থ হর্ষধ্বনি। দোলের আগের দিন কাঠ-খড়-পাতা দিয়ে প্রস্তুত ছোট্ট ঘরে অগ্নি সংযোগের ব্যবস্থাকে চাঁচর বলা হয়। চাঁচর উৎসব পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি স্থানে হয়ে থাকে। এই অগ্নি সংযোগকে কোথাও কোথাও বুড়ির ঘর পোড়ান বলে থাকেন।

তাত্ত্বিকেরা এই প্রসঙ্গে বলেন, প্রকৃত কথা হল প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণের আরাধনার মাধ্যমে ষড়রিপুর এক রিপুকে শুদ্ধতার অগ্নিতে দগ্ধ করে পবিত্র প্রেমের উন্মেষ ঘটান হল চাঁচর উৎসবের মতো পবিত্র উৎসব। প্রত্যেক মানবের প্রকৃতি রূপ শরীরে পুরুষরূপ প্রাণকৃষ্ণ বিরাজ করছেন। মানব শরীর গোষ্ঠীর শরীরের নামান্তর মাত্র, পুরুষ ও প্রকৃতি নিয়ে জীবন, শরীর এবং আত্মা।

জীবের প্রতিটি অভিব্যক্তি হল গোপীর সন্তান এবং তা প্রাণকৃষ্ণ থেকে জাত এই তত্ত্ব সাধারণত অহংবুদ্ধি পরিবৃত গোপী স্বরূপ মানুষ উপলব্ধি করতে পারেন। মেন্টাসুর বধের গোপীর সন্তান ভক্ষণ সেই সূক্ষ্মতত্ত্বের ইঙ্গিত দেয়। মানুষ অহংবোধের অন্ধগর্বে উন্মত্ত হলে তার অবস্থা মেন্টাসুরে পরিণত হয়।

দোল উৎসবের শুরু কবে থেকে হয়েছে তা বলা কঠিন। শীতের রুক্ষতার পরে যৌবনের প্রতীক ঋতুরাজ বসন্তের আগমন। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে রঙের মেলা, বৃক্ষ-লতা পুষ্পশোভিত পৃথিবী তার রূপ বদলে অপরূপ সাজে সাজে, প্রকৃতির মনমোহিনী রূপ দেখে নর-নারীর অবাক চোখে জাগে প্রাণ উজাড় করে রঙের ছোঁয়া, বর্ণময় ও রঙ উজ্জ্বল দোলযাত্রাকে অনেকে বসন্ত উৎসবের আর একটি রূপ মনে করেন।

দোলের সময় পরস্পরের শরীরে রং মাখিয়ে হাসি ঠাট্টা রঙ্গ-রসিকতা একসময় শুধু হিন্দুদের মধ্যে নয়, নবাব মিরজাফর ও তাঁর পুত্র মবারকউদ্দৌল্লা হিন্দু প্রজাদের সঙ্গেও দোল খেলতেন। তাই দোল বা হোলি উৎসব নব প্রজন্মের কাছ প্রেম-প্রীতির ফাগে রাঙানো নতুন ভোরের হাতছানি।

অর্থনীতি

হুঙ্কার অনেক শোনা গেলেও বহু নামী শেয়ার এখনও তলানিতে

অনিমেষ সাহা

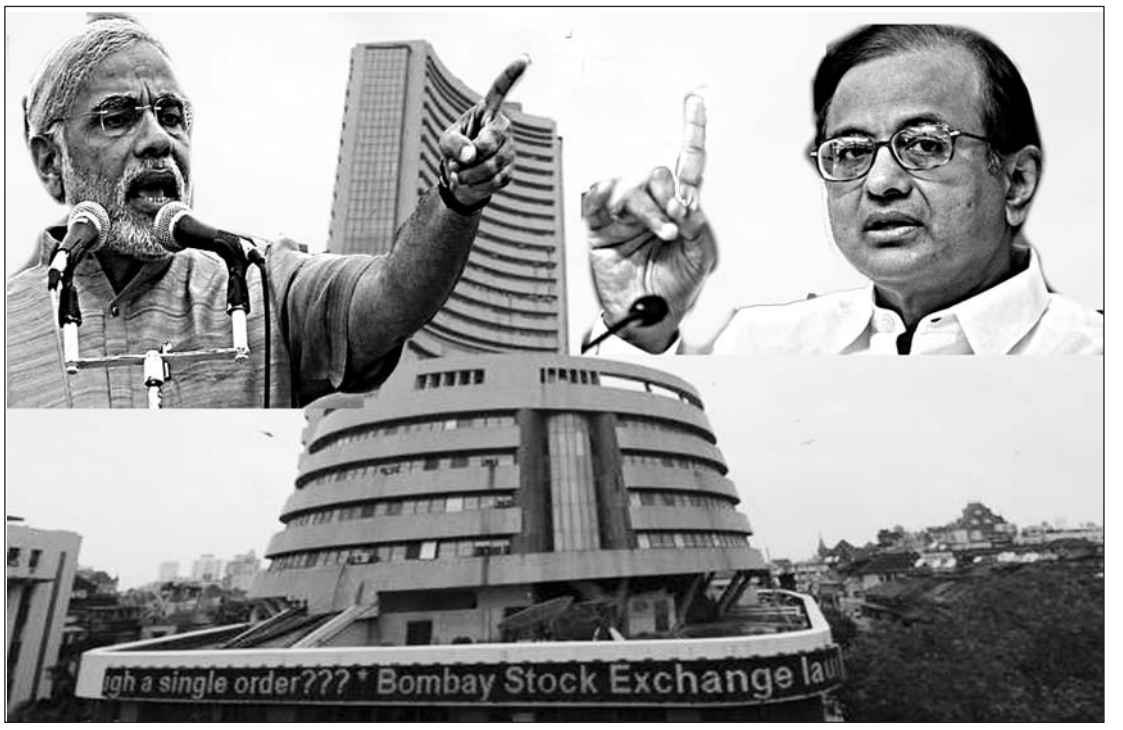

২২ হাজারের ঘরে সেনসেক্স আর ৬৫০০ ঘরে নিফটি এর আগে কখনও কেউ দেখেনি। সেই কবে ২০০৮ সালে ৬৩০০'র ঘরে নিফটি এবং ২১ হাজারের ঘরে ঢুকেছিল সেনসেক্স। তারপর মহা পতনের কবলে পড়ে ৮ হাজারের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল এবং ২৫০০'র কাছে পৌঁছে গিয়েছিল নিফটি। সেই দুর্দিনের বাজারে শেয়ার কেনার সাহস পায়নি কেউই। একের পর এক কেলেঙ্কারি শেয়ার বাজারকে আঘাত করেছিল। 'লেমেন ব্রাদার্সে'র পতন বা 'সাবপ্রাইম ক্রাইসিস' থেকে শুরু করে ভারতে সত্যমের মতো জালিয়াতি শেয়ার বাজারকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে জিনিস পত্রের দাম বেড়ে যাওয়া, আমদানি-রফতানির ঘাটতি, বেসামাল ডলারের দাম সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছিল সরকার। এহেন অবস্থা একটু একটু করে সংস্কার কর্মসূচি চলছিল। ইউপিএ সরকার তাদের সংস্কারের ইতিবাচক দিকগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করলেও আমেরিকা-ইউরোপের আর্থিক সংকট ঘুরে দাঁড়াতে দেয়নি ভারতীয় অর্থনীতিকে। গ্রিসের দেওলিয়াপনা আমেরিকায় কর্মসংস্থান কমে যাওয়া এ সবই বিদেশি বাজারকে যেমন নড়বড়ে করে তুলেছিল তার প্রভাব পড়েছিল ভারতীয় বাজারে। তবে অনেকদিন পর ২০১৩-১৪ সালের আর্থিক বছরে ধীরে ধীরে বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে তাল রেখে ভারতীয় অর্থনীতিও ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে। যার ফলে ভারতীয় শেয়ার বাজার তার পুরনো রেকর্ড ভেঙে ২২ হাজারের ঘরে উচ্চতার নতুন রেকর্ড তৈরি করেছে।

তবে সেনসেক্স ও নিফটির নতুন রেকর্ড উচ্চতা সত্ত্বেও বহু শেয়ারই এখনও পৌঁছাতে পারেনি তাদের ২০০৮ সালে তৈরি করা সেই উচ্চতায়। বাজারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রথমসারির শেয়ারগুলির মধ্যে টাটাস্টিল, ডিএলএফ, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রি, স্টেট ব্যাঙ্ক বা ছোট শেয়ারগুলির মধ্যে ইস্পাত, সেল কেউই ফিরে পায়নি তাদের পুরনো দাম। ডিএলএফ, টাটা স্টিলের ১০০০ টাকার কাছের দাম এখনও তার অর্ধেকেও পৌঁছাতে পারেনি। বা ৩৫০০ টাকার স্টেট ব্যাঙ্ক এখনও ২০০০'র তলায়। তাই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে এই নতুন উচ্চতা পুরনো বিনিয়োগকারীদের কতটা সুবিধা এনে দিতে পেরেছে। শেয়ার বিশেষজ্ঞরা বলছেন, খুব ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ইনফোসিস, টিসিএস'র মতো শেয়ারগুলি তাদের পুরনো উচ্চতাকে ছুঁয়ে গিয়েছে। মূলত, তথ্য প্রযুক্তি এবং ফার্মা ক্ষেত্রের শেয়ারগুলিতে এক ভাল উচ্চতা লক্ষ্য করা গিয়েছে। তাছাড়া সমগ্র ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে ছোট বড় শেয়ারে ভাল উত্থান যথেষ্ট লক্ষ্যণীয়। এক্সিস ব্যাঙ্ক, আইসিএস ব্যাঙ্কের শেয়ারগুলিও যথেষ্ট বেড়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ইনভেস্টমেন্ট সাইকেল অনুযায়ী এক একটা সময় ধরে এক এক ধরনের শেয়ার ওঠা নামা করে থাকে। ২০০৮ সালের আগে যে শেয়ারগুলি সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছেছিল তাদেরও ২০০৮ সালে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

বিনিয়োগকারীদের ধারণা মোদির উত্থানে বাজার ঊর্ধ্বমুখী। কিন্তু ঘটনা হল অর্থমন্ত্রী চিদাম্বরমের সংস্কারমূলক কর্মসূচির প্রভাব পড়েছে বাজারে।

তবে এই নতুন উচ্চতায় পৌঁছে যাওয়ার ক্ষেত্রে যে কারণগুলি বিশেষজ্ঞরা চিহ্নিত করেছেন তার মধ্যে প্রথমটি হল বিদেশি বিনিয়োগকারীদের ক্রমাগত বিনিয়োগ বৃদ্ধি আর দ্বিতীয়ত, নির্বাচনত্তোর বিজেপি সরকারের আসার সম্ভাবনা। বিনিয়োগকারীরা নাকি ভাবছেন বিজেপি পরবর্তী সরকার তৈরি করলে বাজার আরও উর্ধ্বমুখী হবে। কিন্তু লক্ষ্যনীয় চিদম্বরম অর্থমন্ত্রী হওয়ার পর যেভাবে সংস্কার কর্মসূচীকে তিনি সম্প্রসারিত করেছেন তারই প্রভাব পড়েছে সমগ্র বাজারে।

রঘুরাম রাজনকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর হিসেবে নিয়ে আসার পর নতুন ঋণ নীতিতেও পরিবর্তন এসেছে। লক্ষ্য করা গিয়েছে আমদানি-রফতানির ঘাটতি কমে আসা, মূল্যবৃদ্ধির প্রকোপ কমে আসা ও ইতিবাচক সংস্কার কর্মসূচী প্রভাবিত করেছে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের। তাই বাজারও তার নতুন উচ্চতা দেখিয়েছে যুক্তিযুক্তভাবেই। তবে এখন যে উত্তেজনা সাধারণ বিনিয়োগকারীদের মধ্যে দেখা গিয়েছে তা কিন্তু যথেষ্ট উৎফুল্লের কারণ নয়। প্রকৃত বিনিয়োগকারীরা কিন্তু এই সময়ই শেয়ার বেচার তাগিদ দেখিয়ে থাকেন।

লোকসভা ভোট কবে, কোন রাজ্যে

ন' দফায় ভোট গ্রহণ শুরু হবে ৭ এপ্রিল শেষ হবে ১২ মে। গণনা ১৬ মে।

পশ্চিমবঙ্গ	-	১৭, ২৪, ৩০ এপ্রিল ৭, ১২ মে
বিহার	-	১০, ১৭, ২৪, ৩০ এপ্রিল, ৭, ১২ মে
উড়িষ্যা	-	১০, ১৭ এপ্রিল
ঝাড়খণ্ড	-	১০, ১৭, ২৪ এপ্রিল
জম্মু ও কাশ্মীর	-	১০, ১৭, ২৪, ৩০ এপ্রিল, ৭ মে
হিমাচল প্রদেশ	-	৭ মে
পাঞ্জাব	-	৩০ এপ্রিল
হরিয়ানা	-	১০ এপ্রিল
উত্তরাখণ্ড	-	৭ মে
দিল্লি	-	১০ এপ্রিল
উত্তরপ্রদেশ	-	১০, ১৭, ২৪, ৩০ এপ্রিল, ৭, ১২ মে
মধ্যপ্রদেশ	-	১০, ১৭, ২৪ এপ্রিল
ছত্রিশগড়	-	১০, ১৭, ২৪ এপ্রিল
অরুণাচল প্রদেশ	-	৯ এপ্রিল
অসম	-	৭, ১২, ২৪ এপ্রিল
নাগাল্যান্ড	-	৯ এপ্রিল
মণিপুর	-	৯, ১৭ এপ্রিল
মিজোরাম	-	৯ এপ্রিল
মেঘালয়	-	৯ এপ্রিল
সিকিম	-	১২ এপ্রিল
ত্রিপুরা	-	৭, ১২ এপ্রিল
রাজস্থান	-	১৭, ২৪ এপ্রিল
গুজরাট	-	৩০ এপ্রিল
মহারাষ্ট্র	-	১০, ১৭, ২৪ এপ্রিল
অন্ধ্রপ্রদেশ	-	৩০ এপ্রিল, ৭ মে
তামিলনাড়ু	-	২৪ এপ্রিল
কর্ণাটক	-	১৭ এপ্রিল
কেরল	-	১০ এপ্রিল
গোয়া	-	১৭ এপ্রিল
দমন ও দিউ	-	৩০ এপ্রিল
আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	-	১০ এপ্রিল
চণ্ডীগড়	-	১০ এপ্রিল
দাদরা ও নগরহাভেলি	-	৩০ এপ্রিল
লাক্ষাদ্বীপ	-	১০ এপ্রিল
পণ্ডিচেরী	-	২৪ এপ্রিল

উল্লেখ্য, লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গেই ভোট হবে অন্ধ্রপ্রদেশ বিধানসভায়। ৩০ এপ্রিল তেলেঙ্গানা অঞ্চলে এবং ৭ মে সীমান্ধ্র অঞ্চলে। ২ জুন অন্ধ্রপ্রদেশ ভেঙে এই দুটি পৃথক রাজ্য গঠিত হবে।

লোকসভা ভোটে এই প্রথম 'না ভোট' (নোটা) ব্যবস্থা চালু হচ্ছে। মোট ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ৯ লক্ষ ৩০ হাজার। গতবারের তুলনায় ১ লক্ষ বেশি। সমগ্র ভারতে মোট ভোটার সংখ্যা ৮১ কোটি ৪৫ লক্ষ। গতবারের তুলনায় ১০ কোটি বেশি।

সত্যমেব জয়তে

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Office of the District Election Officer & District Magistrate, Alipore, South 24-Paraganas, Kolkata-700 027

Public Notice

Consequent upon the press release no. ECI/PN/10/2014 dated - 05.03.2014 of ECI regarding Parliamentary General Election, 2014 and with reference to the Order issued by the Election Commission of India Vide no.3/9/(ES008)/94-J.S.II Dated:2nd Sept., 1994, it is hereby informed to all concerned that the printing and publication of election pamphlets, posters, etc., is governed by the provisions of Section 127A of the Representation of the People Act, 1951.

Any violation of the law and the Commissions directions on the above subject will be viewed with utmost concern and the most stringent action possible will be taken against the offenders.

Sd/-
(Santanu Basu, IAS,)
District Election Officer &
District Magistrate, South 24 Parganas

328(4)/জে.ত.স.দ./২৪ পরঃ (দঃ)/10.03.14

চ্যালেঞ্জ নেওয়াটা দেবের মজ্জাগত

ছবি: গুগলের সৌজন্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাংলা ছবির জগতে এখন একটা কথা চালু হয়েছে যে কোনও ধরনের চ্যালেঞ্জ নেওয়ার ক্ষেত্রে দেব এখন এক নম্বর। নিজের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে খুব সচেতন বলেই নানা সমালোচনা এবং প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি একের পর এক সাফল্যের সিঁড়ি ভেঙে চলেছেন। শুধু ছবির শ্যুটিংই নয়, পুরস্কার বিতরণী শো'তেও দেড়শো ফুট ওপর থেকে কোনও সাপোর্ট ছাড়াই ঝাঁপ দিয়ে মঞ্চে আসেন। তাঁর বক্তব্য, নতুন কিছু করার খিদে তাঁর সবসময়ই রয়েছে, তাই ব্যর্থতার ভয় তিনি পান না।

এই মানসিকতা আছে বলেই চাঁদের পাহাড়ের চ্যালেঞ্জ নিতে তিনি পিছপা হননি। অভিনয় ও সংলাপ বলায় তাঁর দুর্বলতা নিয়ে অজস্র সিনেমাপ্রেমী তাঁকে রীতিমতো ব্যঙ্গবিদ্রুপ করেছেন। এমনকী চাঁদের পাহাড় ছবির শ্যুটিং চলাকালীনও তিনি নাকি সাংবাদিকদের কাছে 'চান্দের পাহাড়' উচ্চারণ করেছেন এমন কথা লেখা হয়েছে অনেক সংবাদপত্রে। এ প্রসঙ্গে সম্প্রতি এক সিনেমা পত্রিকার সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'নিজের মনকে শুধু বলেছিলাম উত্তরটা দিতে হবে স্ক্রিনে এবং নিজেকে প্রমাণ করার এত বড় সুযোগ হয়ত জীবনে আর কখনও পাব না।... একটা কথা বলতে পারি খিদে আমার মধ্যে বরাবরই ছিল, না হলে আজ এ জায়গায় আসতে

পারতাম না।... আমার একটা কথাই মনে হত ছবিটা দেখে দর্শক যেন এটুকু বলেন দেবের জায়গায় অন্য কেউ হলেও ভাল করত। তবে দেবও খারাপ করেনি।' ঘটনাচক্রে যে ছবি তাঁকে পর্দায় তারকা রূপে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল তার ট্যাগ লাইন ছিল 'চ্যালেঞ্জ নিবি না'।

সত্যি শুধু রূপালি পর্দায় নয়, বাস্তবেও দেব সারাক্ষণ এই একটা মন্ত্রই জপ করে চলেছেন। তাই টলিউডে এক নম্বর স্থানে এসেও তিনি ভয় পাননি রিয়ালিটি শো'তে অংশ নিতে। তাঁর বক্তব্য, ওভার এক্সপোজার যে স্টার ভ্যালু কমিয়ে দেয় তা এখন আর প্রযোজ্য নয়। তাই শাহরুখ, সলমানেরা এখন যে কোনও সময় ছোট পর্দায় হাজির হচ্ছেন।

অতএব নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে মাঠে-ঘাটে সাধারণ মানুষের বাড়িতে হাজির হওয়ার পাশাপাশি সর্বক্ষণ টিভির নিউজ চ্যানেলে এক্সপোজার তাঁর তারকা মূল্য কোনওভাবেই কমিয়ে দেবে না বলেই তাঁর বিশ্বাস।

কিন্তু আমরা এতকাল দেখে এসেছি তারকাদের যখন বয়স বাড়ে পর্দায় নায়ক হওয়ার সুযোগ কমে যায় তখনই তাঁরা রাজনীতিতে আসেন। তাহলে দেব মাত্র ৩১ বছর বয়সে যখন সবে পায়ের তলায় মাটি পেয়েছেন তখন রাজনীতিতে আসতে গেলেন কেন।

এরপর পনেরো পাতায়

তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া, তিনিই রীণা ব্রাউন

গত সংখ্যার পর

বড় বড় জানালা। ঘরের পাশে মাথা উঁচু করে থাকা কোনও কোনও গাছের ডাল ছুঁতে চায় জানালার শিক। ঘরের এককোণে বিরাট পালঙ্ক। কিন্তু সেখানে তিনি শুতেন না। শুতেন তক্তাপোশে মাদুর বিছিয়ে। এর দুটো কারণ (এক) স্পন্ডালাইটিসের ব্যথা। (দুই) নিজের শরীর ঠিক থাকা। দুগ্ধফেননিভ বিছানা খুব সুন্দরভাবে পাতা অথচ কেউ শোয় না। ভাবলেও কেমন যেন অবাক হয়ে যেতে হয়। সাধারণ একটা কাঠের বেঞ্চির ওপর চাদর পাতা, একটাই মাত্র বালিশ, পাশে একটা ছোট্ট টেবিল। সেখানে রাখা রয়েছে একটা বাতিদান, একটা কলম, কয়েকটা কাগজ আর একটা শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত। পাশে একটা আলমারি। অজস্র শাড়ি ভর্তি। প্রায়শই সেখান থেকে বিলি করে দেন নিজের প্রিয় জিনিসপত্র। নাম গোপন করার শর্তে মহানায়িকার অত্যন্ত কাছের এক প্রবীণ ব্যক্তির মাধ্যমে জানা গিয়েছে বিচিত্র এক তথ্য। তা হলো, জীবনের বিভিন্ন সময় তিনি যত পুরস্কার পেয়েছেন তা আজ তাঁর কাছে নেই। অক্লেশে তিনি নিজের থেকে বিদায় করে দিয়েছেন সেই সময়ে পাওয়া বিভিন্ন মানের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের পুরস্কার। এজন্য তাঁর কোনও আক্ষেপ তো নেই-ই, উল্টে ভারমুক্ত হবার সুবাদে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন তিনি। একইসঙ্গে জানা গিয়েছে আর এক ভিন্ন স্বাদের কাহিনী। কোনও এক সময় শ্রীমতী সেন ক্রিকেট মাঠে অনুষ্ঠিত নিলাম থেকে কিনেছিলেন একটি আকর্ষণীয় ব্যাট। যেখানে রয়েছে জওহরলাল নেহেরু থেকে শুরু করে অনেক গণ্যমান্য মানুষ এবং বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেটারদের স্বাক্ষর।

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

এরপর আগামী সংখ্যায়

বই আলোচনা

অবশ্যই সংগ্রহযোগ্য

সঞ্জয় সরকার: বাঙালি বনলতা সেন বা নীরাকে বাস্তবে পায়নি। কিন্তু রূপোলি পর্দায় সুচিত্রা সেনকে পেয়েছিল। বইটির ব্লার্বে সার্থকভাবে লেখা হয়েছে দেশভাগ-উত্তর পিচ্ছিল, হতাশ সময়ে প্রেমহীন স্বপ্নহীন বাঙালিকে প্রেমে পড়তে, স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছিলেন তিনি। যতই ইচ্ছা পূরণের রোমান্টিক ছবি হোক না কেন নতুন কালে মাথা উঁচু করে বাঁচতে চাওয়া মধ্যবিত্ত বাঙালির আত্মপরিচয় খোঁজার লড়াইকে যেভাবে অভিনয়ের মাধ্যমে একের পর এক ছবিতে মূর্ত করে তুলেছিলেন তিনি। সেই কাহিনী অনবদ্যভাবে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকিত করা হয়েছে বক্ষ্যমান গ্রন্থটিতে। ১৪৪ পৃষ্ঠার বইটিতে ৫টি পর্ব। প্রথম পর্বে তাঁকে দেখা স্মৃতি অনুরণিত হয়েছে ৮টি ভিন্নমুখী কলমে। দ্বিতীয় পর্বে গ্রন্থিত হয়েছে তাঁর প্রয়াণের পরে সংবাদপত্রের শোকসংবাদের কিছু শোকগাথা। তৃতীয় পর্বে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা থেকে চয়ন করা হয়েছে বিশিষ্ট রাষ্ট্রনায়ক ও চলচ্চিত্র শিল্পের সহকর্মী, গুণমুগ্ধ সেলিব্রিটিদের শোক বার্তা। চতুর্থ পর্বে তাঁর অভিনীত ছবির তালিকা। পঞ্চম পর্বটি একটি উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ যা প্রত্যেকটি চলচ্চিত্র প্রেমীদের বইয়ের তাকে রাখা উচিত। এই সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে ১৯৫৩ সালের সাত নম্বর কয়েদি থেকে ১৯৭৮ সালের প্রণয়পাশা পর্যন্ত তাঁর অভিনীত ৫৩টি ছবির পোস্টার।

অগ্নিপরীক্ষা ছবিতে মহানায়িকার সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন শিখা বাগ। কিশোরী শিখা'র সঙ্গে ইউনিটের একজন অশালীন আচরণ করে। সুচিত্রাকে শিখা ঘটনাটি জানালেই তিনি বলেন, এখন আর কাউকে কিছু বল না। তোমার বাবা শুনলে আমাদের এই চলচ্চিত্র জগতের মানুষদের সম্পর্কে কি ধারণ করবেন বলেই একরাশ বিরক্তি নিয়ে তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল 'ছিঃ ছিঃ' দুটি শব্দ। পরদিন ফ্লোরে এসে সকলকে সাবধান করে দিয়ে বললেন এ জিনিস যেন আর না হয়। শিখা বলছেন, তাঁর মধ্যে আমি খুঁজে পেলাম মাতৃসমান অভিভাবিকা শুধু নন, তেজস্বিনী, দৃঢ়চেতা, ব্যক্তিত্বময়ী নারী। তিনি শুধু আমার জন্যই নয় সমগ্র চলচ্চিত্র জগতের কর্মীদের জন্যও কতটা ভাবতেন।

গ্রন্থিত হয়েছে একটি সাক্ষাৎকার। যেখানে সুচিত্রা সেন বলেছেন, 'শিল্পীর জীবনের দুঃখের কাহিনী একান্তভাবেই ব্যক্তিগত। সেই দুঃখবেদনার অংশীদার হতে ক'জন পারে? ... কোনও শিল্পী করুণার পাত্র হতে চান না।' এই একই সাক্ষাৎকারে পত্র-পত্রিকার সমালোচনা সম্পর্কে বলেছেন, 'আমার প্রশস্তি তো সর্বত্র। যথার্থ সমালোচনা কি হয়? অন্তত আমার ক্ষেত্রে হয়নি।'

দ্বিতীয় পর্বে সংবাদপত্রের এক শোক গাথাতে লেখা হয়েছে পর্দায় অভিনয় জীবনে নিজের যে চূড়ান্ত রোমান্টিক প্রতিমাটি গড়ে তুলেছিলেন, স্বেচ্ছা অন্তরালের জীবনে তাকে পরিণত করলেন সসম্ভ্রম নস্টালজিয়ায়। বইয়ের প্রথম পর্বে ১৩টি স্টিল চিত্র ছাপা হয়েছে যার অনেকগুলি তখনকার দিনে হাতে রং করা। যা আজ রীতিমতো দুর্লভ সংগ্রহ বলে পরিগণিত। এছাড়াও প্রত্যেকটি রচনাতেই ব্যবহৃত হয়েছে সুচিত্রা সেন অভিনীত অজস্র স্থির চিত্র এবং বেশকিছু প্রচার পুস্তিকার ছবি। যা যেকোনও চলচিত্র প্রেমীর কাছে স্বপ্নের সংগ্রহ হয়ে থাকবে। সম্পূর্ণ বইটি আগাগোড়া আর্ট প্লেটে ছাপা এবং বিন্যাস ও মুদ্রণ অনবদ্য।

সবার উপরে
সংকলন ও সম্পাদনা: আশিসতরু মুখোপাধ্যায় ও গৌতম বাগচী
পারুল প্রকাশনী, কলকাতা - ০৯,
দাম-২৯৫ টাকা।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

আলিপুর বার্তা ১৫ মার্চ - ২১ মার্চ, ২০১৪

মেষ: প্রতিশোধের বাসনা নিয়ে চলা মূল উদ্দেশ্য না হলেও হিংসা, ঈর্ষা বা দ্বেষ অবিলম্বে পরিত্যাগ করা উচিত। গ্রহগণ সাংসারিকত শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝির দরুণ সাংসারিক আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে। সুনামের ক্ষেত্র নষ্ট হবে। লেখাপড়ায় বাধা।

বৃষ: পিতামাতার উপদেশ বর্তমানে অমৃততুল্য হয়ে উঠবে। মনকে কিছুতেই সংযত করতে পারবেন না। রাস্তাঘাটে ভয়ের কারকতা আছে। সাবধানে চলবেন। আগুন নিয়ে খেলা করার চেষ্টা করবেন না। শিশুদের ক্ষেত্রে এই বিষয়ে বিপর্যয়ের কারক হবে।

মিথুন: সরকারের কাছে পূর্বে দরবার করে থাকলে তার ফল শুভদায়ক হবে। ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন দিক খুলে যেতে পারে। খনির অভ্যন্তরে যারা কাজ করেন তারা সাবধান থাকবেন। শিক্ষায় শুভ ফল পাওয়া যাবে না। অন্যের কুপরামর্শে এগিয়ে গেলে ক্ষতি হতে পারে।

কর্কট: ভেবেচিন্তে কাজ করা দরকার। সামান্য কারণে উৎফুল্ল হয়ে পড়া উচিৎ নয়। আয় যেটুকু বাড়বে ব্যয় তার থেকে বেশি হবে না। দায়িত্বপূর্ণ কাজে সাফল্য লাভ করতে পারবেন। গৃহভূমি নির্মাণের ক্ষেত্রে ক্ষতির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় মনের মতো ফল হবে না।

সিংহ: মানসিক শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উদ্বেগের কারণ থাকলেও শুভ ফল পাওয়া যাবে। আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করলে শুভ ফল পাবেন। অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের চাপ এসে পড়বে। যার চাপ সামলানো কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে। পরীক্ষাদি বিষয়ে সাফল্যের যোগ রয়েছে।

কন্যা: সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় থেকে সময়টা শুভ হবে। সরকারি কাজের চাপ বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে শুভ ফল পাওয়ার যোগ রয়েছে। সাংসারিক ক্ষেত্রে সামান্য অশান্ত পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। আর্থিক আদান প্রদানের ক্ষেত্রে গোলযোগের সৃষ্টি হবে।

তুলা: একবার ভাল আবার মন্দ ফল চিন্তাকে বৃদ্ধি করে তুলবে। মনের শক্তি ও সাহসের অভাব থাকবে না। অগ্নিভয় বা চৌর ভয়ের কারকতা আছে। গৃহভূমি নির্মাণের ক্ষেত্রে শুফ ফল পাবেন। বন্ধু স্থানীয় ব্যক্তিদের দ্বারা উপকৃত হবেন। পরীক্ষায় সাফল্য পাবেন।

বৃশ্চিক: নিজেকে বড় বলে প্রচার করতে গিয়ে নিজেই ঠকে যাবেন। শক্তি বা ক্ষমতার গর্ব এখন না করাই ভাল। হাতে পয়সা রাখতে পারবেন না, ব্যয় হয়ে যাবে। স্বাস্থ্যের দিকে ভাল ফল পাবেন না। লেখ্য পরীক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে।

ধনু: সময়টা মাঝে মাঝে ভাল ও মন্দের সংমিশ্রণে চলছে। আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করেও লাভবান হবেন না। আত্মীয়দের সঙ্গে সদ্ভাব লক্ষিত হবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্র প্রসারের চেষ্টা করলেও শুভ ফল পাওয়া যাবে না। জমি-জমা সম্পর্কীয় বিষয়ে শুভ ফল পাবেন।

মকর: অনেক ঘাত প্রতিঘাতের পর একটা আশার আলো ফুটে উঠছে। বহুবিধ লোকের সঙ্গে সংযোগ ঘটবে এবং সেই সংযোগের ফল শুভ দায়ক হবে। স্নেহ-প্রীতি লাভের যোগ লক্ষিত হয়। বেকারগণের চেষ্টা ফলপ্রসু হবে। ব্যবসায় লাভযোগ রয়েছে।

কুম্ভ: প্রকাশ্যে নিজে বিস্তৃতিকে ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করবেন। বুদ্ধির কাজে অন্য কেউ আপাতত আপনাকে হারাতে পারবেন না। সততার দ্বারা অন্যের মনকে জয় করা সম্ভব হবে। লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ বিদ্যমান। আর্থিক সঙ্গতি না থাকলেও কর্মপ্রেরণা আপনাকে বাঁচাবে।

মীন: সুনাম ও যশের উপরে সজাগ দৃষ্টি রাখবেন। বহু ব্যক্তির সঙ্গে নিত্য নতুন যোগাযোগ ঘটবে। বেকারত্বের কর্মপ্রাপ্তি সহ আর্থিক উন্নতির যোগ বিদ্যামান। কিছু কিছু লোক শত্রুতা করলেও তারা শেষ পর্যন্ত নিরস্ত্র থাকবেন। শিল্পী ও সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রে শুভ।

মাতৃভাষা দিবস উৎসব

হীরালাল চন্দ্র: গত ২১ ফেব্রুয়ারি (১৪) সন্ধ্যায় নাগের বাজার টাউন হলে 'দমদম সমকালীন সাংস্কৃতিক মঞ্চ' ও অনন্ত দত্ত লাইব্রেরির যৌথ উদ্যোগে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' পালিত হল। গত ১৯৫২ সালে বাংলা ভাষাকে মর্যাদা দেওয়ার জন্য আন্দোলনে বাংলাদেশের যে বীর পাঁচ জন ব্যক্তি পুলিশের গুলিতে শহীদ হয়েছিলেন তাঁদের স্মরণে স্মৃতিচারণ করেন সভাপতি রামমোহন ভট্টাচার্য।

শ্রুতি নাটক পরিবেশন করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন প্রতিভাবান শিল্পী ফাল্গুনী ভট্টাচার্য। সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশ্বনাথ সুর, সুতপা রায় চৌধুরী, এষা ঘোষ, সুজন সেন রায়, শেখ সওগাত প্রমুখ। সঙ্গে তবলা এবং পার্কাসন বাজান ধ্রুব বসু বিশ্বাস ও অরিজিৎ ব্যানার্জি।

মাঙ্গলিকী

তিন বিদ্বৎজনের স্মরণ সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি: জীবনানন্দ সভা ঘরে অনুষ্ঠিত হয় বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতি জগতের প্রয়াত ত্রয়ী বিশিষ্টের স্মরণসভা। এঁরা হলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সমৃদ্ধ ড. সমরেন্দ্রনাথ বর্ধন, সংস্কৃতি সমৃদ্ধ মাতৃস্বরূপা অরুণা বর্ধন ও মেদিনীপুর থেকে (মহিষাদল) প্রকাশিত সুখ্যাত সংবাদ-সংস্কৃতি পত্রিকা শিল্প মননের প্রাণ পুরুষ স্বপন কুমার দাস। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন শব্দের ঝংকার, শিল্প মনন ও জনসমুদ্র পত্রিকা গোষ্ঠি।

অনুষ্ঠান যথারীতি ঠিক ৫ টায় শুরু হয়। মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন ঋষিণ মিত্র, অশোক কুমার লাটুয়া, প্রশান্ত কুমার দাস, পরিতোষ সামন্ত, সুনীল মুখোপাধ্যায়। ঋষিণ মিত্রকে উত্তরীয় দিয়ে ও অন্যান্যদের হাতে ফুল তুলে দিয়ে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে বরণ করে নেওয়া হয়।

প্রতিবারের মতন এবারেও স্মরণসভা শুরু হল জাদুকর সোনালি কর্মকারের 'ফুলেরই জলসায় নীরব কেন গো কবি'র মতোনই বিবিধ রঙের ফুলের জাদুর মাধ্যমে প্রয়াত ত্রয়ীকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনে। উদ্বোধন সঙ্গীতে স্মরণসভাকে একই মাত্রায় সমৃদ্ধ করলেন ফুল্লরা ধর। পরে সঙ্গীতে আরও শ্রদ্ধা জানালেন অদিতি রায়, কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়। ব্যতিক্রমী মাউথ অর্গ্যান শিল্পী চয়ন চক্রবর্তী নাক দিয়ে শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে অনবদ্য সঙ্গীতের সুর তুললেন তাঁর মাউথ অর্গ্যানে। এরপর ইদানীং গোষ্ঠি পরিবেশন করলেন আধুনিক কয়্যার সঙ্গীত। তাঁদেরকে বিশেষ স্মারক সম্মান দিয়ে সম্বর্ধনা জানানো হল। পূর্ব মেদিনীপুরে বিদ্যালয় স্থাপনে আজীবন কাজ করে গিয়েছেন ওখানকারই বিশিষ্টজন খৈরুল ইসলাম। এদিন তাঁকেও লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্টের জন্যে সম্বর্ধনা জানানো হয় স্মারক সম্মান প্রদানের মাধ্যমে।

প্রয়াত ড. সমরেন্দ্রনাথ বর্ধনের ও অরুণা বর্ধনের অসাধারণ স্মৃতিচারণা করেন বঙ্গভারতী পরিষদ খ্যাত বিশিষ্ট বক্তা পল্লব কুমার পাল। নিত্যানন্দ দাস, অতীশ ঘোষ কবিতায় শ্রদ্ধা জানালেন দুই প্রয়াতকে। সুকুমার মণ্ডল করলেন প্রয়াত ড. জহর লাল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ, বিধান সাহা করলেন প্রয়াত বিমল মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ। শিল্প মননের প্রাণপুরুষ প্রয়াত স্বপন কুমার দাসের হৃদয় ছোঁয়া স্মৃতিচারণ করলেন কবি সুনীল মুখোপাধ্যায়। প্রয়াতের আরও স্মৃতিচারণা করেন মনোজিত দাস, সোমনাথ মাইতি, মোহন মান্না প্রমুখ, যাঁরা মানুষটিকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন।

মেদিনীপুরের বিশিষ্ট জন ডাঃ বলিন্দ্র রায়কে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট স্মারক সম্মান জানানো হয়। অ্যাটল্যান্টা বেঙ্গলি ক্লাবের তরফে (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র) বিশেষ মানপত্র প্রদান করা হয় সুনীল মুখোপাধ্যায়, সিরাজুল ইসলাম, নিত্যানন্দ দাস, বিধান সাহা, সমরজিত চক্রবর্তী, ঝুনু ভোমিক, সোনালি কর্মকারসহ আরও অনেককে। এই সব মানপত্র এসেছে অনুষ্ঠানের কর্ণধার ড. অমরেন্দ্রনাথ বর্ধনের মারফতে।

এদিন শিল্প মনন, বাঙালির মন, জনসমুদ্র, শব্দ কিরণ সাহিত্য পত্রিকাগুলির সাম্প্রতিক সংখ্যাগুলির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটে। বাংলার মুখ বইয়েরও এদিন প্রকাশ ঘটে। শিল্পমননের সম্পাদক স্বর্ণেন্দু শেখর দাস প্রয়াত স্বপন কুমার দাস স্মৃতি পদক তুলে দিলেন বিভিন্ন জনের হাতে। তাঁর হাতে বিশেষ প্রীতি উপহার তুলে দিলেন ড. অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন।

ড. বর্ধন বিভিন্ন জনের হাতে তুলে দিলেন প্রয়াত ড. সমরেন্দ্রনাথ বর্ধন স্মৃতি পদক। কবিতা, গল্প,ভাষণ, গানে গানে সভা হয় সমৃদ্ধ। রাত্রি ৯টা পরেও চলতে থাকে সংস্কৃতি সমৃদ্ধ ত্রয়ীর স্মরণসভা।

লিটল ম্যাগাজিন মেলায় 'পথের আলাপ' প্রকাশনা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ষোড়শ লিটল ম্যাগাজিন মেলায় ১২ জানুয়ারি রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গণে সংস্থার পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হল ৩টি কাব্য সংকলন। যে সংস্থার বয়স এখনও ২ হয়নি তার পক্ষে ৩টি কাব্য সংকলন প্রকাশ করা এক সাহসী প্রয়াস।

এম. আমি নূর রহমানের নতুন আঙ্গিকে লেখা ২৪টি কবিতার সংকলন 'কবিতা বর্ণ বিংশতি' প্রকাশ করলেন বিশিষ্ট কবি শিবাশিস মুখোপাধ্যায়।

মহম্মদ আলি মল্লিকের ছড়া সংকলন 'মণিকা' প্রকাশ করলেন এযুগের বিশিষ্ট কবি ('কৃত্তিবাস' খ্যাত) পিনাকি ঠাকুর। সুমন কুমার সাহুর একগুচ্ছ ভালবাসার কবিতা 'কবিতা তোমাকে' প্রকাশ করলেন কবি রূপক চক্রবর্তী। এরপর

অরূপ রতন

'পথের আলাপ'-এর ২২৮ নম্বর স্টলের সামনে আয়োজিত হয় একটি ছোট অনুষ্ঠান।

যাঁদের কবিতা প্রকাশিত হল সেই সব কবিরা তাঁদের সদ্য প্রকাশিত কাব্য সংকলন থেকে ১টি করে কবিতা শোনালেন শ্রোতৃবৃন্দকে।

উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে থেকেও কবিতা শোনালেন সেলিমউদ্দিন মন্ডল ও সালমা আহমেদ। অণুগল্প পাঠ করলেন শুভজিৎ বসাক।

স্বাগত ভাষণ দেন সংস্থার সভাপতি জয়ন্ত রানা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সংস্থার সম্পাদক চমক মজুমদার।

অনুষ্ঠানের পরিকল্পনায় ও ব্যবস্থাপনায় ছিলেন সংস্থার যুগ্ম সম্পাদক সুলেখক চিরন্তন মুখোপাধ্যায়।

সম্পদই স্বাস্থ্য

শ্রী তাপস: গত ২ ফেব্রুয়ারি মহেশতলা থানার অন্তর্গত মুখার্জিগেটে সর্বসাধারণের জন্য একটি স্বল্পমূল্যের স্বাস্থ্য কেন্দ্র চালু হল। যার ব্যবস্থাপনায় রয়েছে ডিভাইন ডেস্টিনেশন নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংস্থার সম্পাদক সুমিত কুমার মাইতি দারিদ্র সীমার নিচে থাকা মানুষের পাশে সহায়ক হিসেবে কাজ করার কথা উল্লেখ করেন।

এছাড়াও ওই কেন্দ্রের একজন দায়িত্বপূর্ণ চিকিৎসক ডাঃ সুকুমার নায়েক মানুষের কল্যাণে এই ধরনের পরিষেবার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। কারণ, স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার নামে একশ্রেণির মানুষকে প্রায়ই ঠকতে হয়। তার প্রতিরোধে এই কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে একটি ব্যতিক্রমী মানবকল্যাণ কেন্দ্র।

সুরপ্রদেশে 'সুরভারতী'

সম্প্রতি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি প্রাঙ্গণে পরিষদের ৪২ তম বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব পালিত হল। প্রতি বছরের মতন এবারও ঠাকুরবাড়ি প্রাঙ্গণে অসংখ্য ছাত্রছাত্রীসহ বিশিষ্ট জনেদের উপস্থিতিতে বঙ্গসংস্কৃতির উজ্জ্বল ছবি ধরা পড়ে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানপত্র প্রধানের জন্য মঞ্চে উঠে আসেন কখনও সঙ্গীত শিল্পী বন্দনা সেন কখনও অভিনেতা দেবরাজ রায়ের মতো ব্যক্তিত্ব। বর্তমান সাংস্কৃতিক জগতে আগামী দিনে যেন এক একজন সুশিক্ষিত হয়ে ভারতীয় সঙ্গীত কলার ঐতিহ্যকে সুরক্ষিত করতে পারে আশা প্রকাশ করেন পরিষদের ডেপুটি রেজিস্ট্রার উমাশংকর পাঁজা। এই ধরনের সমাবর্তনকে ঘিরে দেশের নানান প্রান্তের শিক্ষার্থীদের সমাগম একটি জাতীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে বলে মনে করেন সম্পাদক রাজেন ঠাকুর।

একুশের চেতনায় তরুণ দল

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ শহরতলীর পশ্চিম পুটিয়ারিতে তরুণ দলের উদ্যোগে গত ২১ ফেব্রুয়ারি সকালে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও সেই সঙ্গে ১৯৫২'র ২১ ফেব্রুয়ারি (বাংলাদেশে ঢাকা) ও পরবর্তী সময়ে ১৯ মে'র (কাছাড়, শিলচর) মাতৃভাষার লড়াইকে স্মরণে রেখে মর্যাদাপূর্ণভাবে ভাষা-শহীদ দিবস পালন করা হল। শহীদ বেদীতে মাল্য ও পুস্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্য দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের সূচনা করলেন তরুণ দলের সভাপতি সুকুমার মণ্ডল ও সম্পাদক দিলীপ রায়। তরুণ দলের নিজস্ব ত্রৈমাসিক পত্রিকা তারুণ্য'র সঙ্গে সহযোগী এক ঝাঁক লেখক-শিল্পীবৃন্দ হাজির ছিলেন। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করলেন বন্দনা দত্ত। বাংলা ভাষার প্রসার ও ভবিষ্যত নিয়ে মতামত প্রকাশ করলেন ড. অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন, বিনয় দত্ত, তাপস পাল, শাশ্বতী ব্যানার্জি পাল, সাংবাদিক ও যাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন শিক্ষক সুশীল সরকার, বরুণ চক্রবর্তী, কল্যাণ গঙ্গেপাধ্যায় ও অনিমেষ ঘোষ। আবৃত্তি, স্বরচিত কবিতাপাঠে অংশে নিলেন সুনন্দা দত্ত, তাপ্তী বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদীপ দাশগুপ্ত, মহুয়া সেনগুপ্ত, হারাধন ভট্টাচার্য, তারাশঙ্কর দত্ত, প্রদীপ গুপ্ত (সম্পাদক, যুগ সাগ্নিক), সীমা গুপ্ত (সম্পাদক, অগ্নিকোণ) শেফালী সরকার, অণিমা বিশ্বাস, সুনীল গুহ ও আরও অনেকে। শ্রুতিনাটক পরিবেশন করলেন বন্দনা দত্ত, নীলাঞ্জনা চট্টোপাধ্যায় ও প্রদীপ দাশগুপ্ত। অজিত সাহার গল্প গ্রন্থ 'মা-মাটি-মানুষের' কথা উদ্বোধন করলেন সায়াহ্ন পত্রিকার সম্পাদক বিনয় দত্ত।

অনুষ্ঠানে সমাপ্তি পর্বে উপস্থিত ১১৫নং ওয়ার্ডের পৌর-প্রতিনিধি রত্না শূর আগামী দিনে এই উদ্যোগকে আরও বড় মাত্রায় নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানালেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন অনিরুদ্ধ মিত্র।

শ রী র নি য়ে ক থা

অত্যাধুনিক পরিষেবা নিয়ে মানুষের পাশে বালানন্দ হাসপাতাল

নিজস্ব প্রতিনিধি: বেহালা অঞ্চলের পাঠক পাড়ায় বালানন্দ হাসপাতাল একটি পরিচিত নাম। খুব অল্প পয়সায় অত্যাধুনিক চিকিৎসার নানান ব্যবস্থা রয়েছে।

মাত্র সাড়ে তিনশো টাকায় বেড ভাড়ায় এখানে রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে দুটি বিল্ডিংয়ে আউটডোর এবং ইনডোরে বহু সাধারণ মানুষের চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে ইনডোরে ইএনটি, ডেন্টাল, পেডিয়াট্রিক্স, নেফরোলজি, সার্জারি, গাইনোকোলজি, কার্ডিওলজির মতো বিভিন্ন পরিষেবা দেওয়া হয়। এই পরিষেবাগুলি আউটডোর বিভাগেও অত্যন্ত স্বল্প মূল্যে পাওয়া যায়। এখানে প্রায় ১৫৮টি বেড রয়েছে। রবিবারও এখানকার আউটডোর খোলা থাকে। এখানে ৪টি আধুনিক অপারেশন থিয়েটার রয়েছে। খুব অল্প টাকায় আইসিসিইউ ইউনিট রয়েছে। প্রায় প্রতিদিন গড়ে ১৫০ মতো রুগী আউটডোরে চিকিৎসা পরিষেবা পান। এই হাসপাতালের পরিষেবা প্রসঙ্গে এখানকার সচিব মিহির চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'যেহেতু এটি একটি ট্রাস্টের মাধ্যমে চলে তাই আমাদের লক্ষ্যই হল অল্প খরচে সাধারণ মানুষকে উন্নতমানের চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া। আশেপাশে অনেক বড় বেসরকারি হাসপাতাল আছে। কিন্তু সেখানে আমাদের মতো এত কম খরচে কোনও পরিষেবা পাওয়া যায় না। আমরা সবসময় চেষ্টা করি রুগীকে স্বল্প অর্থের বিনিময়ে উন্নত পরিষেবা দেওয়ার। এখানে মাত্র ১৮০০ টাকায় 'ল্যাপকলি'র মতো অস্ত্রোপচার করা হয়। দু'ধরনের বেড এখানে রয়েছে। একটি সাধারণ মানুষের জন্য অন্যটি উচ্চবিত্ত মানুষের

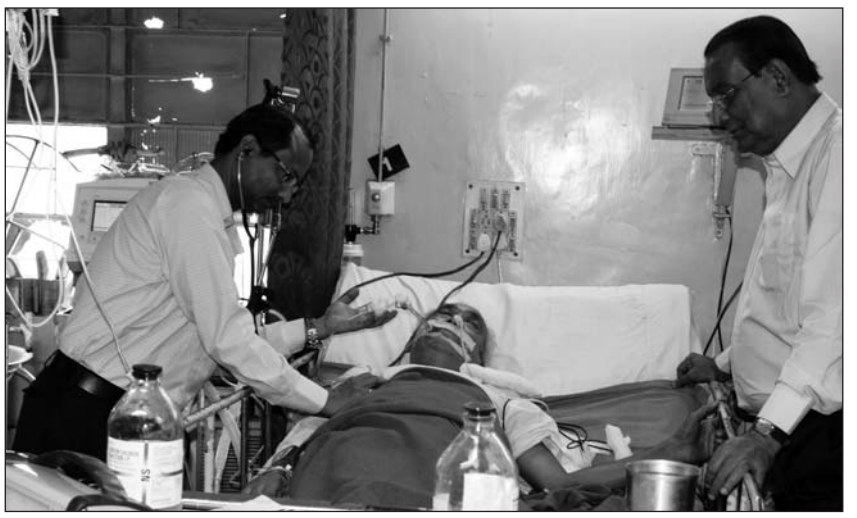

জন্য। উন্নতমানের পরিষেবা দেওয়ার জন্য খুব শীঘ্রই এখানে একটি চোখের ইউনিট খোলা হচ্ছে। এছাড়া প্রায় প্রতি রবিবার এখানকার বিশিষ্ট ডাক্তাররা অঞ্চলের ক্লাব সংগঠনের ডাকে ফ্রি ক্যাম্প করে থাকেন।'

এই হাসপাতালের পরিষেবা সম্পর্কে এক সিনিয়র ডাঃ সৌমেন কুমার সাহা জানান, 'আমাদের প্রধান লক্ষ্যই হল সাধারণ মানুষকে অল্প খরচে উন্নত পরিষেবা দেওয়া। আমাদের এখানে এমার্জেন্সি ব্যবস্থা নেই। কারণ, তার জন্য যে পরিকাঠামো ও অর্থের দরকার তা আমাদের নেই। শুধু এইটুকু বাদ দিলে আমরা কোনও অংশেই এই শহরের যে কোনও মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতালের থেকে পিছিয়ে নেই। এখানকার প্রসুতি বিভাগও অত্যন্ত উন্নতমানের।'

হাসপাতালের পরিষেবা প্রসঙ্গে এখানে ডায়ালেসিস করতে আসা এক রোগীর আত্মীয় বলেন, 'এত কম খরচে কলকাতায় আর কোথাও ডায়ালেসিস হয় না। অত্যন্ত যত্নসহকারে এখানে ডায়ালেসিস হয়।'

নিঃশ্বাসে ছড়ায় বসন্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতে এখন স্মল পক্স বা গুটি বসন্ত যা এককালে ভয়ঙ্কর বলে পরিগণিত হত তা এখন বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এখন যা দেখা যায় তা মূলত চিকেন পক্স। চলতি বাংলার একে বলে জল বসন্ত।

কীভাবে হয়:

হাল্কা শীতে বা বসন্তের আগমনে চিকেন পক্স দ্রুত ছড়ায়। পক্সের গুটি ওঠার আগেই কিন্তু সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে আক্রান্ত ব্যক্তিদের নিঃশ্বাস থেকে। শিশুদের মধ্যেই এই রোগ বেশি দেখা যায়। সাধারণত শৈশবে এই রোগ একবার হয়ে গেলে তাদের মধ্যে যে প্রতিষেধক জন্মায় তার ফলে প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। বসন্ত হয়েছে এমন রোগীর সংস্পর্শে এলে দুই-তিন সপ্তাহের মধ্যেই রোগ প্রকাশ পায়। সর্দি-কাশি দিয়ে এই রোগের শুরু। বিশেষজ্ঞরা বলেন, হারপিস জাস্টার ভাইরাস দেহে প্রবেশ করলে আক্রান্ত হবেন। প্রথম দিকে

দেখা যায়, সঙ্গে গা ব্যথা। কারও ক্ষেত্রে গুটি ওঠে আবার কারও ক্ষেত্রে গুটি ওঠে না। কিন্তু ১০৪ পর্যন্ত জ্বর উঠে যায়। খাদ্যে রুচি চলে যায়। মল-মূত্র ত্যাগ করতে ভয়ানক কষ্ট হয়। সেক্ষেত্রে পক্স হওয়ার আশঙ্কা প্রবল। গুটি না শুকনো পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হয়। শুকিয়ে গেলে অলিভ অয়েল বা নারকেল তেল মাখলে গুটি উঠে আসে। কখনই জোর করে ওঠাতে যাবেন না। তাহলে শরীরে স্থায়ী দাগ থেকে যায়।

সাবধানতা:

আক্রান্ত হলে রোগী কোনও ক্ষেত্রেই বাইরে ঘোরা ফেরা করবেন না। কারণ, সেক্ষেত্রে সংক্রামণ ছড়িয়ে পড়তে পারে। প্রথম দিকে অবস্থা একটু আশঙ্কাজনক হলেও ভয় পাবেন না। কারণ, যখনই আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ বুঝতে পারবেন সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত চিকিৎসকের কাছে যাবেন। কয়েকদিন গেলেই অবস্থা ধীরে ধীরে স্থিতিশীল হয়। তবে একটা কথা মনে রাখবেন রোগীকে ঠাণ্ডার হাত থেকে দূরে রাখতে হবে। ঠাণ্ডা লাগলে অবস্থার অবনতিতো হবেই এমনকী নিউমোনিয়া পর্যন্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে রোগীর অবস্থা সংকটজনক হয়ে ওঠে। না হলে এই রোগ থেকে ভয়ের কোনও ব্যাপার নেই। পক্সের গুটি যখন উঠবে তা যেন কোনওভাবেই এদিক ওদিক না ছড়ায়। সাবধানতার সঙ্গে এগুলি জড়ো করে জঞ্জালে ফেলা উচিত। নরম তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে হবে।

খাওয়া-দাওয়া:

খাওয়া-দাওয়া একে বারেই স্বাভাবিক। তবে গুরুপাচ্য খাদ্য একদম চলবে না। মাছ-মাংস বন্ধ করা উচিত নয়। তবে চিকেন স্টু বা পাতলা মাছের ঝোল খাওয়া উচিত।

পেট ভর্তি না করে হালকা খাবার বার বার খাওয়া উচিত। বেশি করে ফল খাওয়া আবশ্যক। কোনওরকম কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেবেন না। চিকিৎসকের পরামর্শ কঠোরভাবে মেনে চলবেন।

ঝড়খালিতে দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী: ঝড়খালি এলাকায় মঙ্গলবার সকালে এক ব্যক্তির মৃতদেহ রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় মানুষ বাসন্তী থানায় খবর দেয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনায় মৃত ব্যক্তির নাম শন্টু মণ্ডল (৪৫)। দেহটি ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।

শ্রীচৈতন্যদেবের সমাধি বাংলার মাটিতেই

একের পাতার পর

ভারতবর্ষের নানাস্থান পরিভ্রমণ করেন ছদ্মবেশী মহাপ্রভু। ত্রৈলঙ্গ স্বামী, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, তোতা পুরী প্রমুখ সাধকদের মতোই তিনি দীর্ঘজীবনের অধিকারী হন। জাতপাত আর কুসংস্কারহীন কর্তাভজা (শ্রী হরি) সম্প্রদায় ও 'সত্যধর্ম' প্রতিষ্ঠাতা আউলিয়া চাঁদ ঠাকুর নামে একদা নদীয়ার গোরাচাঁদ পরিচিত লাভ করেন। কল্যাণীর ঘোষ পাড়ায় সতীমায়ের মন্দির প্রাঙ্গণে আজও আউলিয়া চাঁদ ঠাকুরের পাদুকা পূজিত হয়। আউলিয়া চাঁদ ঠাকুরের অন্যতম শিষ্যা ছিলেন সতীমা। কর্তাভজা সম্প্রদায় দোল পুর্ণিমার দিন মহাপ্রভু পরবর্তী কালের আউলচাঁদ ঠাকুরের পুজো করে থাকেন। নদীয়ার রানাঘাটের কাছে পরারী গ্রামে আজও মহাপ্রভুর মহাসমাধি আউলচাঁদ ঠাকুরের সমাধি নামেই খ্যাত। ড. চৌধুরীর এই নতুন বই-এ ইতিহাসের না বলা অন্ধকার অধ্যায়ে আগামী দিনে আলোকপাত হবে বলেই তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করছেন।

গল্প কবিতা ছড়া নানা মজায় মোড়া
তারুণ্য (২৮ বর্ষ)
পশ্চিম পুটিয়ারী তরুণ দল-এর ত্রৈমাসিক পত্রিকা
২৭ বছর নিয়মিত বেরোচ্ছে
বার্ষিক সদস্য চাঁদা ৬০ টাকা
চিঠিপত্র/যোগাযোগঃ সুকুমার মণ্ডল, সম্পাদক
৩২০, ব্যানার্জী পাড়া রোড, (চ্যাটার্জী বাগান)
পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা-৭০০০৪১,
(ফোনঃ ২৪০২ ৬২৩০, ৯৯০৩৮ ৩৫৬১১)

ধর্ম

মুসলমানেরাও আসেন এখানে নানী বিবি'র হজ করতে

পাকিস্তানে মরুতীর্থ হিংলাজ

গত সংখ্যার পর

বাস থেকে যেখানে নামতে হয় তারই পাশেই এখন তৈরি হয়েছে সুন্দর লজ। তীর্থযাত্রীদের অন্যান্য কর্তব্যগুলির মধ্যে রয়েছে মন্ত্রপড়া, পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করা ইত্যাদি। হিংলাজের মোহান্তদের ঘিরে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। মাত্র আঠাশ বছর বয়সে নাথ সম্প্রদায়ের জনৈক সন্ন্যাসী হিংলাজ মাকে দর্শন করতে এসে সেখানেই থেকে যান। নদীর তীরেই তিনি বাস করতেন। প্রায় মাস ছয়েক পড়ে একদল তীর্থযাত্রী সেখানে এসে দেখতে পান এক কঙ্কালসার মানুষকে। তার সেই অবস্থানের বিষয়ে জানতে পেরে যাত্রীরা সবচেয়ে আগে পুজো করেন তাঁকে। সেই থেকে সব তীর্থযাত্রী মোহান্ত মহারাজকে সবচেয়ে আগে পুজো দেন। জীবনের নিয়মে এক মোহান্ত মহারাজের জায়গায় আর এক মোহান্ত আসেন। স্থানীয় মানুষ তাঁদের 'কোটরী পীর' বলে ডাকেন আর ছড়িদারেরা বলেন, 'অঘোরী বাবা'। স্থানীয় মানুষ এবং তীর্থযাত্রীদের তাঁদের প্রতি থাকে অবিচল ভক্তি। দেশের আপামর জনসাধারণ তাঁর প্রতিটি কথা গুরুত্ব দিয়ে শোনেন। কিছুদিন আগে তৈরি গেস্টহাউস থেকে আঁকাবাঁকা পাথুরে পথ দিয়ে গেলে দেখা যাবে মায়ের গুহার মধ্যে কালী মূর্তি আছে। কাউকে বলে দিতে হয় না কোনটি হিংলাজ মায়ের গুহা। তার সামনে রয়েছে একটি জলাধার। হাঁটুজলে স্নান করেন সবাই।

দশ বারোটি সিঁড়ি ভেঙে মায়ের বেদীর কাছে পৌঁছানো যায়। বৃত্তের মতো বেদী। অনেক উঁচুতে ছাদ। বেদীর উপর দু'টি গোলাকৃতি সিঁদুর মাখানো শিলা জরি কাপড় দিয়ে সুন্দর করে সাজানো। পুরোহিতের মতে, সেগুলি হল, মা, বেটি অর্থাৎ হিংলাজ মা ও তার মেয়ে। এই বৃত্তাকার বেদীর ভিতরে ঢোকা যায়। দু'পাশে দু'টি দরজা আছে। ঢুকতে হয় হামাগুড়ি দিয়ে। ভিতরে ঘন অন্ধকার। ওই গুহার মধ্যেই হিংলাজ দর্শন হয়।

অতীতে বেদীর ওপর কোনও মূর্তি ছিল না। একটি প্রদীপ জ্বলত সেখানে। লাল সালুতে বেদী মোড়া থাকত। পাকিস্তান হবার আগে পর্যন্ত মুসলমানেরা নদী পার হয়ে কোনও পীঠস্থানে যেতেন না। সূফী সাধকেরা হিন্দু যাত্রীদের মারফৎ নানীর উদ্দেশে নেওয়া, মোমবাতি পাঠিয়ে দিতেন। সামনে ত্রিশূল পোঁতা আছে। তার পিছনেই রয়েছে বেদী। শোনা যায়, অনেক সাধক সেখানে

হিংলাজ মন্দিরের পথে

মায়ের জ্যোতিরূপ দর্শন করেছেন। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। তবে যাঁরা ভাগ্যবান তাদের কথা আলাদা। বেদীর ওপর রাখা মালা যাত্রীদের গলায় পরিয়ে দেওয়া হয়। তাঁদের বিশ্বাস, যতদিন এই মালা গলায় থাকবে ততদিন তার কোনও ক্ষতি হবে না।

আর একটি প্রথা প্রচলিত আছে সেখানে মা'কে দর্শন করতে এক বিচিত্র ঘটনা সেখানে চোখে পড়ে। গুহা থেকে বেরিয়ে এসে দেখা যায় একটি খুব বড়মাপের পাথর বেরিয়ে আছে পাথরের গা থেকে। সেই পাহাড়ের গায়ে আঁকা আছে সূর্য ও চন্দ্র। জনশ্রুতি হল, স্বয়ং রামচন্দ্র এখানে পুজো দিতে আসার সময় সূর্য-চন্দ্র এঁকে তাঁর আসার চিহ্ন রেখে গিয়েছিলেন।

হিংলাজ দর্শন হয়ে গেলে আকাশ গঙ্গা দর্শন করতে হয়। পাহাড়ের মাথায় তার অবস্থান। এও এক পূণ্যতীর্থ। এখানে এক ধরনের গাছ আছে যা চোখের অসুখের ক্ষেত্রে মহৌষধি হিসেবে পরিচিত। অন্য আর একটি মতে, আকাশ গঙ্গার জল দিয়ে ভালভাবে চোখ ধুলে অনেকে দৃষ্টি শক্তি ফিরে পান। সেখানে পায়ে হেঁটে যেতে হয়। পৌঁছাতে সময় লাগে দু-আড়াই ঘণ্টা।

এখন হিংলাজ মা'কে দর্শন করার জন্য হিন্দু-মুসলমানসহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ আসেন। মুসলমানেরা হজের সময় এখানে আসেন হজ করতে। ধর্ম সমন্বয়ের মহাপীঠ হিসেবে হিংলাজ তাই সব ধর্মের মানুষজনের কাছে ক্রমশ দুর্নিবার আকর্ষণে পরিণত হচ্ছে।

সমাপ্ত

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

বাস্তুশাস্ত্র: কীভাবে গৃহের ও অফিসের পরিবেশ সুস্থ রাখবেন

১) ঘরের যে কোনও জায়গার কাচ সবসময় পরিষ্কার রাখতে হবে। এছাড়া ঘরের ভেতরে রাখা ছবিও সবসময় ঝকঝকে রাখা দরকার। সেখানে যদি কোনও টিমটিম করে জ্বলা বাতি থাকে তাও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরিয়ে ফেলা উচিত। জানলাগুলি পরিষ্কার রাখতে হবে। ভেতরে যদি কোনও ভাঙা কাচ থাকে তাহলে তাও সরিয়ে ফেলা খুবই জরুরী।

২) যদি কোথাও জল এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গড়ায়, তাহলে তাকে বলা হয় শক্তি এবং অর্থের দ্যোতক। ঘর বা উঠোনের মধ্যে যদি ঝরণা অথবা অ্যাকুয়ারিয়াম থাকে (অবশ্যই উত্তরমুখী ভাবে) তাহলে জীবনের সবক্ষেত্রে খুবই উল্লেখযোগ্য সাফল্য পাওয়া যায়।

৩) অফিসে কখনই মালিকের আসনের পিছনে ছোট বা বড় আকারের মন্দির তৈরি করা উচিত নয়। অফিস বা ফ্যাক্টরির মাঝের জায়গা সবসময়ে ফাঁকা রাখা উচিত।

৪) অফিসে মালিক যেদিকে পেছন ফিরে বসেন সেই দরজার দিকে মুখ করে কখনই বসবেন না। যে সব অবাঞ্ছিত মানুষজন আসবেন, তাদের এই আসনে বসতে দিতে পারেন। এর ফলে সেই অবাঞ্ছিত মানুষেরা প্রচণ্ড ভীত হয়ে উঠবেন।

৫) বাড়িতে বা অফিসে একই সরলরেখায় তিন বা তার অধিক দরজা থাকা উচিত নয়। যদি কোথাও মূল প্রবেশদ্বারে যথাস্থানে না থাকে অথবা তা কোনওভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহলে সৌভাগ্য কখনও বিস্তৃত হতে পারে না।

৬) ড্রয়িং রুম সবসময় উত্তর-পূর্বদিকে থাকা উচিত।

৭) বাড়ির উত্তর, উত্তর-পূর্বকে বলা হয় ব্রহ্মস্থান। সেই জায়গাটা সর্বদাই আলোকিত, পরিষ্কার এবং খোলামেলা রাখা উচিত। দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম ও পশ্চিম দিক সবসময় ভারী রাখা প্রয়োজন।

৮) বেশিরভাগ বারান্দা, জানলাগুলি উত্তর, উত্তর-পূর্ব এবং পূর্বদিকে মুখ করে রাখা উচিত।

৯) থামগুলির সংখ্যায় সমতা বজায় রাখতে হবে এবং তা কখনই ব্রহ্মস্থানে থাকা যুক্তিপূর্ণ হবে না।

বাস্তুর নানান বিষয়ে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন প্রখ্যাত বাস্তুবিদ প্রতুল চন্দ্র দাশ। চিঠি পাঠানোর ঠিকানা: বাস্তুশাস্ত্র, প্রযত্নে আলিপুর বার্তা,৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০০২৭।

বিদেশিরা দায়িত্বহীন তাই নিম্নমুখী কলকাতার ফুটবল

ষোলো পাতার পর

কিন্তু ঘরের মাঠে স্পোর্টিং-এর মতো শক্তিশালী দলকে পরাজিত করে মোহনবাগানের মুখোমুখি হয়। অনেকেই তাদের খেলা দেখে ভেবেছিল খুব সহজেই মোহনবাগানকে হারিয়ে দেবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা হয়নি। ম্যাচটি ড্র হয়। দুটি দলই অত্যন্ত রক্ষণাত্মক এবং বিরক্তিকর খেলা উপহার দেয়। মঙ্গলবার তারা ইস্টবেঙ্গলের কাছে ২-১ গোলে পরাজিত হয়। খুব যে ভাল খেলা হয়েছে তা নয়। এই পরাজয় তাদের এবারের লিগ টেবিলের খাদের ধারে এসে দাঁড় করিয়ে দেয়। এখন তাদের কাছে বাকি ম্যাচগুলি অবনমন বাঁচানোর ম্যাচ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মরসুমের শুরু থেকেই কোনও স্পনসর ছাড়া খেলছে ইউনাইটেড স্পোর্টস দল। দলের খেলোয়াড়রা এখনও পর্যন্ত সেইভাবে কোনও টাকা ক্লাবের তরফ থেকে পায়নি। এবার তাদের ভাঁড়ার শূন্য। দলের কোচ এলকো সাতোরি টাকা না পেয়ে শিল্ডের পর দলত্যাগ করেন। এমনকী দলের প্রধান বিদেশি রস্টি মার্টিন অর্থের কারণে দল ত্যাগ করে রাংদাজিদ দলে যোগ দেয়।

কলকাতার দলগুলির এই অবস্থা নিয়ে বাংলার আকাশে ইতিমধ্যেই একটা গেল গেল রব উঠে গিয়েছে। সন্তোষ ট্রফিতে বাংলার বিদায়ের পর আইলিগের প্রথম পাঁচে বাংলার কোন দল যে থাকবে না তা অনেকেই ধরে নিয়েছেন। এই বিষয়ে ময়দানের অভিজ্ঞ কোচ অলোক মুখার্জি মনে করেন, 'এটা সম্পূর্ণ সত্যি কথা আইলিগের ১৬ বছরের ইতিহাসে এমনটা কখনও হয়নি। বাংলার কোন দল প্রথম তিনে থাকবে না এটা ভাবতেই খারাপ লাগছে। এর কারণ অনেক। ইস্টবেঙ্গলের এখনও একটা ভাল স্থান রয়েছে। কিন্তু তাদের কিছু খেলা দেখে মনে হয়েছে দলের খেলোয়াড়রা মোটেই শারীরিকভাবে ফিট নয়। প্রাক মরসুম ট্রেনিং তাদের ঠিকমতো হয়নি। যার ফলস্বরূপ খেলোয়াড়রা এতো চোট আঘাত পাচ্ছে। ইস্টবেঙ্গল কর্তারা এবার যথেষ্ট ভাল দল তৈরি করেছেন। কিন্তু বিদেশীরা কেউ তাদের ধারাবাহিকতা দেখাতে পারেনি। মোগাকে গতবছর যে ফর্মে দেখেছিলাম তার ধারে কাছে এবার নেই। চিডি আগের তুলনায় অনেক স্লথ হয়ে গিয়েছে। সুয়েকা এখনও পুরোপুরি চোট মুক্ত নয়। ওপারার মধ্যে সেই ধারাবাহিকতা দেখা যাচ্ছে না।

মোহনবাগান গত ৫-৬ বছর ধরে ভাল টিম তৈরি করতে ব্যর্থ। জাতীয় লিগ জেতার জন্য টিমের মধ্যে যে বাঁধনটা দরকার সেটা কখনই গড়ে ওঠেনি। ডিফেন্স মাঝমাঠ এবং ফরোয়ার্ডের মধ্যে সুসম ব্যালেন্স গড়ে ওঠেনি। ফলে টিমটা কখনই দানা বাঁধতে পারেনি। এবারও তার খুব একটা ব্যতিক্রম হয়নি। ওডাফা নির্ভর টিম। ফলে মাইনাস ওডাফা ফল শূন্য। চোট মুক্ত হয়ে ফিরে এসে কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারবে সেটা সময় বলবে এবং একার পক্ষে দলকে অবনমনের খাদের কিনারা থেকে তুলতে পারবে কিনা লক্ষ টাকার প্রশ্ন।

বরং তুলনামূলকভাবে মহামেডান টিমটায় অনেক বেশি ব্যালান্স ছিল। কিন্তু টিমটা ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে না পারার জন্যই এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। সঞ্জয় সেনের নেতৃত্বে মনে হয় এই টিম আইলিগ থেকে নেমে যাবে না। ইউনাইটেড স্পোর্টস যে পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে টিম করেছে তার জন্য কর্তাদের ধন্যবাদপ্রাপ্য। কিন্তু খেলোয়াড়রা যদি দীর্ঘদিন ঠিকমতো পয়সা না পায় তাহলে তাদের খেলার প্রতি মানসিকতা নষ্ট হয়ে যাবে। যা এই টিমটার মধ্যে হয়েছে। বাবলুদা এই কঠিন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে খেলোয়াড়দের কতটা মোটিভেট করতে পারবেন সেটা বলা কঠিন।

আগে আমাদের সময় দলে বাঙালি খেলোয়াড়ের সংখ্যা বেশি ছিল। যে এখন নেই। ফলে ফুটবলারদের মধ্যে ক্লাব প্রীতি ব্যাপারটা কমে গিয়েছে। কোনও দলেই এখন নেতৃত্ব দেওয়ার মতো কেউ নেই। যার ফলে বাংলার দলগুলির এই হাল হচ্ছে।' এবারের আইলিগের এই হতশ্রী পারফরমেন্স প্রসঙ্গে ময়দানের একসময়ের অত্যন্ত দক্ষ রাফ অ্যান্ড টাফ স্টপার স্বরূপ দাস মনে করেন, বাংলার দলগুলি এবারে একদমই ধারাবাহিকতা দেখাতে পারছে না। অপরদিকে গোয়া বা বেঙ্গালুরুর খেলার মধ্যে যথেষ্ট ধারাবাহিকতা রয়েছে। বাংলার চারটি দলে স্থানীয় ছেলের সংখ্যা কম। বেশিরভাগ ভিন্ন রাজ্যের ছেলে। ফলে তাদের মধ্যে বাঙালি সেন্টিমেন্ট ব্যাপারটা একদমই নেই। তাই ম্যাচ হারার প্রভাব তাদের মধ্যে খুব একটা দেখা যায় না। এর পাশাপাশি দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো কাউকে দেখা চোখে পড়ে না। ফলে তার একটা প্রভাব খেলায় পড়ছে। যতদিন না বাংলার সাপ্লাই লাইন ভাল হয়, ততদিন পর্যন্ত এমনটাই চলবে।'

ক্ষমতা দখল করতে চান প্রসূন গোষ্ঠী

ষোলো পাতার পর

অথচ মোহনবাগান তাঁবু যেন দিন দিন পোড়ো বাড়িতে পরিণত হচ্ছে। দলের ব্যর্থতার সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে বাড়ছে কর্তাদের ঔদাসীন্য। বহু প্রাক্তন মোহনবাগানই ফুটবলার বর্তমান শাসক গোষ্ঠীকে সরানোর জন্য সওয়াল করছেন। কিন্তু সকলেই জানেন জেতার জন্য প্রয়োজনীয় সদস্য সংখ্যা টুটু বসু-অঞ্জন মিত্রদের পক্ষে।

এই অবস্থায় কিছু প্রাক্তন মোহনবাগানী ফুটবলার বিভিন্ন সংবাদপত্রে নিয়মিত লিখে চলেছেন ক্লাব প্রশাসনের এই অপদার্থতার বিরুদ্ধে।

এই নিয়ে সাংসদ ও প্রাক্তন ফুটবলার প্রসুন ব্যানার্জির সঙ্গে নাকি গোপন বৈঠকে বসেছিলেন এক গুরুত্বপূর্ণ কর্তা ব্যক্তি। শোনা যাচ্ছে, প্রসূন চেয়েছেন ২২ জন কর্ম সমিতির মধ্যে অর্ধেকের বেশি সদস্য নিতে হবে প্রাক্তন ফুটবলারদের মধ্যে থেকে। তাঁরাই দেখাশোনা করবেন ফুটবল দল।

গত বছরের ব্যর্থতার পর দেবাশিস দত্ত'র দিকে যখন আঙুল উঠছিল দেবাশিস কৌশলে নিজের হাত থেকে ফুটবল বিভাগ সরিয়ে অর্থসচিব হয়ে যান। ফুটবল সচিব করায় উত্তম সাহাকে। কিন্তু সকলেই জানেন ক্লাবে দেবাশিসের যা প্রভাব তাতে দেবাশিসের অঙ্গুলি হেলন ছাড়া ফুটবল দল চলবে না। প্রাক্তন ফুটবলার শিবির নাকি চাইছে, দেবাশিসকে ক্ষমতা থেকে সম্পূর্ণরূপে সরাতে। সেক্ষেত্রে অসুস্থ অঞ্জন মিত্রকেও তারা সচিব পদে চাইছেন না। কারণ, অঞ্জন অসুস্থ থাকায় ফুটবল বিভাগ দেখাশোনা করতে পারেন না। ফলে সমগ্র ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় দেবাশিসের হাতে। কিন্তু ক্লাবকে সফল করার চাইতে ক্ষমতায় থেকে নিজের ব্যবসা রমরমা করার দিকে দেবাশিসের লক্ষ্য বলেই ক্ষোভ এই সব প্রাক্তন ফুটবলার ও ক্লাবে নিয়মিত যাতায়াত করা বহু সদস্যর। তাই প্রসুন ব্যানার্জি নাকি প্রস্তাব দিয়েছেন, সৃঞ্জয়কে খাতায় কলমে সচিব করে পেছন থেকে তারা দল চালাবেন। এই সমঝোতা সূত্র টুটু-সৃঞ্জয় গোষ্ঠী মেনে নেন কিনা সেটাই এখন দেখার।

দেবের মজ্জাগত

এগারো পাতার পর

এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, কেরিয়ারের মধ্য গগনে রাজনীতিতে আসাটাই সঠিক সিদ্ধান্ত। তাহলে কেউ বলতে পারবেন না, দেব অর্থ রোজগারের জন্য রাজনীতিতে এসেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে বলেছেন, তোমাকে পলিটিশিয়ন হতে হবে না। তুমি শুধু যুবশক্তিকে রিপ্রেজেন্ট কর। তোমাদের দেখলেই যুব সম্প্রদায় অনুপ্রাণিত হবে। দেবের বক্তব্য এতেই তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। কারণ, আড্ডায় বসে রাজা উজির মেরে সেই লোককে অপরের ক্ষতি করতে অধিকাংশ লোককে দেখা যায়। কিন্তু কোনও কাজই খারাপ নয়, কিছু লোকের জন্যই সেই কাজে কালি লাগে। পাঁক পরিষ্কার করতে গেলে আপনাকে পুকুরে নামতেই হবে।

সত্যি কথা বলতে কি দেব যেখানে ভোটে দাঁড়িয়েছেন সেই ঘাটাল কেন্দ্র কিছুদিন আগে মাঠের ঘাসের রংও বোধহয় ছিল লাল। এখন সেখানে তৃণমূল যতই প্রবেশ করুক দেবের লড়াইটা যথেষ্টই চ্যালেঞ্জিং। কিন্তু বোম্বের স্টুডিওতে শৈশব কাটিয়েও চেনা পরিবেশ থেকে অচেনা টলিউডে এসে চার বছর ধরে একের পর এক প্রতিকূলতাকে জয় করে যিনি এক নম্বরে পৌঁছেছেন তাঁর পক্ষে এই লড়াইয়ে সৈনিক হওয়াটা কখনই অস্বাভাবিক নয়। এখন দেখার তরুণ নায়ক সাংসদ হওয়ার দৌড়ে কীভাবে বাজিমাত করেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা গ্রামীণ পত্র-পত্রিকার সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, নামখানা: দক্ষিণ ২৪ পরগনা গ্রামীণ পত্র-পত্রিকা সমিতির কাকদ্বীপ-নামখানা-সাগর থানা এলাকার শাখা-সংগঠনের অনন্যা শুক্তি (গণেশনগরের), অনন্য বনফুল (পাথরপ্রতিমা) প্রমুখ পত্রিকার উদ্যোগে গত ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ গণেশনগর হাইস্কুলে সারাদিনব্যাপী বার্ষিক সাহিত্য সভার আয়োজন হয়ে ছিল। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. কল্যাণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সমিতির সম্পাদক অমৃতলাল পাড়ুই, সভাপতি সাহিত্যিক সুকুমার মণ্ডল ছাড়াও হাজির ছিলেন সমিতির প্রাক্তন সভাপতি ফণীভূষণ হালদার, কিশোরী মোহন নস্কর, বিশিষ্ট কবি সৌমিত বসু প্রমুখ। তরুণ লেখক-লেখিকাদের আরও বেশি করে অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তার কথা, সাধ্যমতো পত্রিকা-বই কেনার অভ্যাস ফিরিয়ে আনার আবেদন করলেন সুকুমার মণ্ডল। আবৃত্তি, স্বরচিত কবিতা, অনুগল্প, নাটিকা ইত্যাদির সম্ভার নিয়ে পাথরপ্রতিমা-কাকদ্বীপ-সাগর দ্বীপ, কলকাতা এমনকী পূর্ব মেদিনীপুর থেকেও বহু সাহিত্যিক যোগ দিয়েছিলেন এই দিনের সভায়।

শব্দের খাঁচা

শব্দের খাঁচা সমাধান - ৩

পাশাপাশি: ১। আটকে ৩। বসুধা ৫। কাছাধরা ৮। মন্দ্র ৯। আব ১১। নবমালিকা ১৩। সিন্ধুঘোটক ১৪। সন্ত ১৫। ওর ১৬। রসকরা ১৯। কামলা ২০। বনাত।

উপরনীচ: ১। আশিতে আসিওনা ২। কেকা ৩। বধ ৪। সুরা ৬। ছায়ানট ৭। চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত ৮। মলিস ১০। বন্ধুর ১২। বকবক ১৬। রম ১৭। সলা ১৮। রাব।

'কোন হিন্দু সংগঠনকে মোদি সাহায্য করেননি'

প্রণবানন্দ জন্মজয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতা ভারতসেবাশ্রম সংঘের উদ্যোগে শিবরাত্রি উপলক্ষে হিন্দু ধর্ম-শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্মেলন ও আচার্য প্রণবানন্দ জয়ন্তী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। প্রথম দিন ২৫ ফেব্রুয়ারি দুপুর ১:৩০ মিনিটে শ্রী শ্রী প্রণবানন্দ স্মরণে দক্ষিণ কলকাতার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে রাজপথ পরিক্রমা করে অনুষ্ঠান শুরু হয়। পরদিন ২৬ ফেব্রুয়ারি সকাল ৮ টায় গীতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করে বিকেলে 'বিশ্বমৈত্রী স্থাপনে স্বামী প্রণবানন্দ' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন স্বামী পূর্ণত্মানন্দ, স্বামী গুরুপদানন্দ, স্বামী অমরনাথানন্দ ও অধ্যাপক অঞ্জন মহাপাত্র। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক বাসুদেব বর্মণ ও আশীর্বচন দেন সংঘের সহ সভাপতি হিরণ্ময়ানন্দজী মহারাজ। এরসঙ্গে লাঠি-ছোরা প্রভৃতি ত্রিডা প্রতিযোগিতা ও পারিতোষিক বিতরণ করা হয়। রাতে প্রণবানন্দ বাউল সম্প্রদায় কর্তৃক বাউল গান অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন শিবরাত্রি সম্মেলন উপলক্ষে 'কল্যাণ রাষ্ট্র গঠনে স্বামী প্রণবানন্দজী'র অবদান নিয়ে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক স্বরূপপ্রসাদ ঘোষ, স্বামী দিব্যানন্দ ও স্বামী প্রদীপ্তানন্দ। রাতে সংগীত পরিবেশন করেন স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্ত ও শান্তনু ভৌমিক।

কলকাতা সংঘের প্রধান দিলীপ মহারাজ বর্ণনা করেন, সমগ্র ভারতের প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত ভারতসেবাশ্রম কীভাবে সেবামূলক কাজ চালাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, আজ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এই সংঘ তাদের সেবামূলক কাজ নিয়ে নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। স্বামী গনেশানন্দজী মহারাজ জানান, বর্তমানে গুজরাটে ভারতসেবাশ্রমের ১৫টি আশ্রমের উদ্যোগে ৬টি স্কুল, কয়েকটি হস্টেল চলছে এবং ১১টি এ্যাম্বুলেন্স স্বাস্থ্য পরিষেবা দিচ্ছে। ১৯৪১ সাল থেকে বরোদার মহারাজার সৌজন্যে যে কাজ শুরু হয়েছিল তা আজ হিন্দুধর্মকে রক্ষা ও মানুষ গড়ার কাজে সফলভাবে এগিয়ে চলেছে। ওই রাজ্যের পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে সংঘ। নরেন্দ্র মোদির কাছ থেকে কোনও সাহায্য পাওয়া যায়নি। কোন হিন্দু সংগঠনের জন্যই তিনি কিছু করেননি। তবে এটাও ঠিক তিনি যা করেছেন, তা রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য।

গোমড়ামুখোদের মুখে হাসি ফোটাবে
ছোট বড় সক্কলে হেসে খুন
সুকুমার মণ্ডলের আশ্চর্য্য কলম
বই-এর জন্য যোগাযোগ করুন
মূল্য - ৩০টাকা
৩২০, ব্যানার্জী পাড়া রোড, (চ্যাটার্জি বাগান)
পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা - ৭০০ ০৪১
(ফোন ঃ ২৪০২ ৬২৩০/৯৯০৩৮ ৩৫৬১১)

পদ্মাপারে কুড়ি ওভারের বিশ্বযুদ্ধের দামামা

নিজস্ব প্রতিনিধি: সদ্য এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর শ্রীলঙ্কা দলের মনবল যে অবস্থায় আছে তাতে মনে হচ্ছে গত বারের রানার্স হওয়ার আক্ষেপ মিটিয়ে এবারে তারা বিজয়ীর শিরোপা অর্জন করে নিতে পারবে। দীনেশ চান্ডি মলের নেতৃত্বে জয়বর্ধনে সাঙ্গাকারা, দিলসনের ব্যাট এবং এঞ্জেল ম্যাথেউস ও থিসারা পেরেরা'র ব্যাটিং ও বোলিং দুই ক্ষেত্রে দুরন্ত পারফর্মেন্স ঘিরেই বুক বাঁধছে শ্রীলঙ্কাবাসী। সঙ্গে লাসিথ মালিঙ্গার ইয়র্কার ও মেন্ডিসেস পিন বাংলাদেশের মাটিতে ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে বলেই সকলের ধারণা। তবে দল সবচেয়ে বেশি নির্ভর করছে কুমার সাঙ্গাকারা এবং থিসারা পেরেরা'র ওপর। ক্রিকেট মহলে একটা কথা প্রচলিত আছ সাঙ্গাকারা যদি শ্রীলঙ্কায় না জন্মে ভারত বা অস্ট্রেলিয়ায় জন্মাতেন তাহলে গিলক্রিস্ট বা ধোনির অনেক আগেই তার নাম উচ্চারিত হত। অপরদিকে সৌরভ গাঙ্গুলির মতো বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান ও ডান-হাতি মিডিয়াম ফাস্ট বোলার থিসারা'র মারমুখী ব্যাটের পাশাপাশি বিপক্ষের ক্রিজে স্থায়ী আসন গেড়ে ফেলা জুটিকে ভেঙে দিতে কার্যকরিতা শ্রীলঙ্কা দলের বড় ভরসা।

এরপরেই আসবে পাকিস্তানের কথা। ২০০৯'র টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ী দল এবারে এশিয়া কাপ ফাইনালে উঠেও শেষ রক্ষা করতে পারেনি। সকলেই বলেন পাকিস্তান দলের চিরকালীন দুর্বলতা ধারাবাহিকতার অভাব। তাই এশিয়া কাপে ফাইনালে উঠলেও তাদের সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করা মুশকিল। মহম্মদ হাপিজ, শোয়েব মালিক, আকমল যে কোনও মুহূর্তে ভয়ঙ্কর বোলিং কেউ চুরমার করে দিতে পারবেন। বিশেষ করে সহীদ আফ্রিদি এশিয়া কাপে যেরকম বিধ্বংশী মেজাজে ছিলেন সেই ফর্মে থাকলে পাকিস্তানের প্রতিদ্বন্দ্বিদের কপালে দুর্ভোগ নাচছে। সহীদ আফ্রিদি ছাড়াও পাকদল বিশেষভাবে নির্ভর করছে জুনেইদ খানের বোলিংয়ের ওপর। বাঁ-হাতি এই পেসার বলকে দুরন্ত বেগে সুইং করাতে পারেন। ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি ম্যাচে তার ইকোনমি রেট ৬.৪৭। পরিচিত পিচে নিজেকে উজার করি দিতে পারলে জুনেইদই পাকিস্তানের বড় অস্ত্র হয়ে উঠতে পারেন।

গতবারের চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্টইন্ডিজ এই মুহূর্তে সেরকম ভাল পরিস্থিতিতে নেই। কিন্তু এই টুর্নামেন্টে তারা যে দুরন্ত ফর্মে ফিরে আসবে না তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। ক্রিস গেইল, পোলার্ড, ডোয়েন ব্রাভো'র মতো প্রতিভারা যে কোনও মুহূর্তে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারেন। তবে কেরিবিয়ানদের একটা দুর্বলতা হল এই মুহূর্তে অস্ট্রেলিয়া বা দক্ষিণ আফ্রিকার মতো একেবারে তরুণ কোনও প্রতিভা দলে নেই। প্রায় সকলেই সিনিয়র খেলোয়াড়। এর একটা ভালদিকও আছে আবার খারাপদিকও আছে। ভালদিকটি হল জটিল পরিস্থিতিতে অথবা বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে অভিজ্ঞ খেলোয়াড়রা পরিস্থিতি বুঝে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন। আবার সমস্যা হল প্রত্যেকটি ক্রিকেটের খেলার ধরনই মাল্টিমিডিয়ার যুগে বিপক্ষের কাছে কোনও রহস্যময়তা সৃষ্টি করতে পারবে না। তবু খেলাটির নাম ক্রিকেট। কাজেই ৬ এপ্রিল রাত ১০টায় ঢাকার মাঠে যদি গ্যাঙনাম নাচ দেখতে পাওয় যায় মেরুন জার্সিধারীদের তাহলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

ফুটবলের ব্রাজিল বা জার্মানির মতোই অপ্রতিরোধ্য শক্তি বলে ধরা হয় অস্ট্রেলিয়াকে। তার ওপর এই মুহূর্তে ক্যাঙারু বাহিনী দীর্ঘদিন পর আবার স্টিভ ও অথবা পয়েন্টিংয়ের প্রথম দিককার দলের মতোই দুরন্ত ফর্মে রয়েছে। বিশেষ করে মিচেল জনসন। সবুজ পিচ হোক আর উপমহাদেশের স্লো উইকেটই হোক জনসন সর্বত্রই এই মুহূর্তে আগুন ঝড়াচ্ছেন। তার সঙ্গে জেমস ফকনারের মতো অলরাউন্ডার এখন দলের সম্পদ। এই ডান-হাতি ব্যাটসম্যান ও বাঁ-হাতি ফাস্ট বোলারের বলের ওপর নিয়ন্ত্রণ আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসকে দারুণভাবে সার্ভিস দিয়েছে। সদ্য সমাপ্ত ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজে তাঁর ৪৭ বলে ৬৯ রানে ইনিংস কিংবা তার আগে

ধোনি বাহিনীর বিরুদ্ধে ৩৯ বলে ৬৪ রানের স্মৃতি যেকোনও দলের কাছেই ভয়ঙ্কর। ফকনারের মতোই ধোনিবাহিনীকে ত্রাসের মুখে ফেলেছিলেন আর এক ক্যাঙ্গারু গ্লেন ম্যাকওয়েল। আর তার ১৮ বলে ৫০ এখনও কেউ ভোলেননি। অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া ক্রিকেটেও তিনি ১৯ বলে ৫০ করেছিলেন। তাঁর স্ট্রাইক রেট ১৪০'র ওপর। অতএব অস্ট্রেলিয়া চিরকালের মতোই এবারেও সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়ন বলেই গণ্য হচ্ছে।

চিরকাল কালো ঘোড়া হয়েও বার বার শেষ দৌড়ে সীমানার বাইরে বেরিয়ে 'চোকার্স' আখ্যা পাওয়া থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য মরণ কামড় দিতে প্রস্তুত দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রত্যেকটি বিভাগে তারা শক্তিশালী। ব্যাটিংয়ে রয়েছেন হাসিম আমলা, ডি ভ্যালিয়ার্স, ডুপ্লেসি অপরদিকে বোলিংয়ে স্টেন এবং মর্কেলের মতো বিশ্বসেরা বোলার। তবে দুই তরুণের দিকে এবার সকলের নজর। একজন হলেন, বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান ডেভিড মিলার, অপরজন ডান-হাতি স্পিনার ইমরান তাহির। গুগলি বিশেষজ্ঞ তাহিরের লেগ ব্রেক বাংলাদেশের মাটিতে ত্রাসের সঞ্চার করা অস্বাভাবিক কিছু নয়। বিশেষ করে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে তার ইকোনমি রেট যখন ৫.১৯। অপরদিকে মিডেল অর্ডারে নেমে ডেভিড মিলার বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে দলকে দারুণভাবে সাফল্য এনে দিয়েছেন। গত আইপিএলে তাঁর ৩৮ বলে সেঞ্চুরির দৃশ্য এখনও ক্রিকেট অনুরাগীদের মনে জাজ্জ্বল্যমান হয়ে আছে।

ইংল্যান্ডের অবস্থা যতই খারাপ হোক না কেন, তাদের ব্যাটিং শক্তি কিন্তু খারাপ নয়। অ্যালেক্স হেলফ, ইয়ান মর্গ্যানের মতো ব্যাটসম্যান সীমিত ওভারের ঝড়ো খেলায় যদি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলে যে কোনও দলকেই বেগ দিতে পারেন। যাদের মাটিতে খেলা সেই বাংলাদেশের বড় তারকা বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান ও বাঁ-হাতি স্পিনার শাকিব আল হাসান।

এছাড়াও আব্দুল রজ্জাক, তামিম ইকবাল, নাসির হুসেনরা দেশের মাটিতে দলকে অনেক দূর টেনে নিয়ে যাবেন বলেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন কোটি কোটি বাংলাদেশী।

সৃঞ্জয়কে সামনে রেখে ক্ষমতা দখল করতে চান প্রসূন গোষ্ঠী

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইস্টবেঙ্গল মাঠ আধুনিক করতে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়েছে রাজ্য পুর্ত দফতর। কিন্তু মোহনবাগানের ক্ষেত্রে তারা হাত গুটিয়ে। অথচ ক্লাবের সহ সচিব সৃঞ্জয় বসু সাংসদ, সহ সভাপতির মধ্যে একজন বরিষ্ঠ নেতা সুব্রত মুখার্জি, দ্বিতীয়জন ডাকাবুকো মন্ত্রী অরূপ

টুটু বসু ও দেবাশিস দত্ত

বিশ্বাস, তৃতীয় জন ডাঃ রথীন চক্রবর্তী তৃণমূল নেতা ও হাওড়ার মেয়র। কলকাতা পুরসভার অন্যতম সক্রিয় মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ ক্লাবের কর্ম সমিতির বিশিষ্ট সদস্য, গ্রাউন্ড সেক্রেটারি স্বাধীন মল্লিক তৃণমূল নেতা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের দাদা, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর ভাই স্বপন ব্যানার্জি রাজ্যের অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েসনের সহ সচিব আবার বিশিষ্ট মোহনবাগানী কর্তা, সাংসদ প্রসূন ব্যানার্জি মোহনবাগানের ঘরের ছেলে।

এরপর পনেরো পাতায়

ভূমিপুত্ররা বিরল প্রজাতি, বিদেশিরা দায়িত্বহীন তাই নিম্নমুখী কলকাতার ফুটবল

অভিমন্যু দাস

এবারের আইলিগে এখনও পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল ছাড়া প্রায় সব দলের ১৯-২০টি ম্যাচ খেলা হয়ে গিয়েছে। পয়েন্টের বিচারে লিগ টেবিলের শীর্ষে আছে বেঙ্গালুরু এফসি। তারপরেই আছে গোয়ার স্পোর্টিং ক্লাব এবং পুণে এফসি। আর কলকাতার দলগুলির মধ্যে ইস্টবেঙ্গল ১৬টি ম্যাচ খেলে ২৩ পয়েন্ট নিয়ে সপ্তম স্থানে আছে। শীর্ষে থাকা বেঙ্গালুরুর চেয়ে তিন ম্যাচ কম খেলে ১১ পয়েন্ট পিছনে আর্মান্দো কোলাসোর দল। বাংলার অপর তিন ক্লাব আইলিগে প্রথম দশের মধ্যেই নেই। মোহনবাগান ও মহামেডান যথাক্রমে ১১ ও ১২ নম্বর দল হিসেবে আছে। ১৬ বছরের আইলিগের পরিসংখ্যান দেখলে এই রকম পরিস্থিতি কোনও

বার হয়নি। মহামেডান এর আগেও আইলিগে উঠে আবার নেমে গিয়েছিল। মোহনবাগানকে গত বছর ডার্বি ম্যাচের গণ্ডগোলের জন্য অনেক পয়েন্ট খুইয়ে কোনও ক্রমে অবনমন বাচাতে হয়েছিল। অবশ্য মোহনবাগান বেশ কয়েকবছর ধরেই আইলিগের টেবিলের ৮ থেকে ১০ নম্বর স্থানের মধ্যেই নিজেদের অবস্থানকে বজায় রাখত। সেই নিরীখে এবার তাদের অবস্থান একটু বেশি খারাপ। অনেকেই ভাবতে শুরু করেছেন মোহনবাগানকে এবার রেলিগেশনের জন্য বাকি ম্যাচে ফাইট করতে হবে।

মহামেডান দল অনেক বছর পর এবার আইলিগ খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। তাদের দলে কোনও স্পনসর নেই। তবু তারা এবারে যথেষ্ট ভাল দল তৈরি করেছিল। তুরান্ড ও আইএফএ শিল্ডের মতো দুটি প্রাচীন সর্বভারতীয় টুর্নামেন্ট জিতেছে। কিন্তু আইলিগে সঞ্জয় সেনের দল ভাল খেলতে পারছেন না। যাদের খেলার মধ্যে একটা ধারাবাহিকতার অভাব বার বার প্রকট হচ্ছে। শিল্ডে বাংলাদেশের টিম শেখ জামালকে হারানোর পরপরই আইলিগের ম্যাচে গোয়ায় গিয়ে সালগাওকারের কাছে পরাজিত হয়।

এরপর পনেরো পাতায়

Owener: Nikhil Banga Kalyan Samiti. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Bibek Niketan, Samali, Bisnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী ঃ নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। **প্রকাশক ও মুদ্রক**ঃ সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন - ২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। **সম্পাদক** ঃ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩-২৪৭৯-৮৫৯১, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in, **সহ সম্পাদক** ঃ কুণাল মালিক।